RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

রাজ আমলের স্মৃতি আগলে আজও শ্রীচাঁদ জৈন

পৃষ্ঠা-৫

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ১৪, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৫ জুলাই – ২৮ জুলাই, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 26, Issue: 14, Cooch Behar, Friday, 15 July - 28 July, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে বিভ্রান্ত জেলাপরিষদ, টাকা না আসায় থমকে গ্রামীণ উন্নয়ন

কোচবিহার: গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের প্রধান ভরসা হল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বা আরআইডিএফ। এতদিন মূলত সেই ফান্ডের টাকাতেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করছিল জেলাপরিষদগুলি। কিন্তু সম্প্রতি রাজ্য সরকারের কয়েকটি সিদ্ধান্তের পর এই ফান্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই ফান্ডের টাকা খরচের দায়িত্ব কার হাতে থাকবে মূলত সেই ব্যাপারেই সংশয় দেখা দিয়েছে। জেলাপরিষদের হাতে খরচের দায়িত্ব নাথাকলে গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য টাকা জোগাড় করা মুশকিল হয়ে যাবে।

সম্প্রতি কোচবিহার জেলার দিনহাটায় আরআইডিএফ-২৭-এর অধীনে একটি রাস্তার কাজ শুরু হবে। এই কাজের জন্য প্রায় চার কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিকে। এই কাজের টেন্ডার জেলা পরিষদের বদলে সরাসরি পঞ্চায়েত দপ্তর থেকেই করা হয়েছে। এদিকে আরআইডিএফ-২৮-এর জন্য জেলা পরিষদগুলির সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এতদিন এই আরআইডিএফ প্রকল্পের কাজের টেন্ডার জেলা পরিষদ করত। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব লোকবল থাকায় তারা টেন্ডার করে কাজ করতে পারত। প্রত্যেক বছর মার্চে কী কী কাজ হবে, তার একটা প্রস্তাব জেলা পরিষদগুলি থেকে চেয়ে পাঠায় রাজ্য। এরপর কাজের লিস্ট অনুযায়ী রাজ্য যেরকম অর্থ বরাদ্দ করে, সেই হিসেবে প্রকল্পের ডিপিআর করে জেলা পরিষদগুলি। এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত এইসব প্রস্তুতি চলে। এরপর পুজোর আগে কিংবা পরে টেন্ডার করে কাজ শুরু হয়। কিন্তু এবার আরআইডিএফ-২৭-এর ক্ষেত্রে তা হয়নি। এদিকে এবারও জেলা পরিষদগুলি আগের মতোই কাজের প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু কাজের টেন্ডার জেলা পরিষদগুলির বদলে করেছে পঞ্চায়েত দপ্তর। আবার কাজ করার দায়িত্ব জেলা পরিষদগুলিকে দেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় কাজটি এখন কারা করবে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি উমাকান্ত বর্মণ বলেন, যে কোন প্রকল্প করলে তার একটি কনটেনজেন্সি ফান্ড পাওয়া যায়। সেই টাকা দিয়ে অফিস চালানোর মত বিভিন্ন খরচ চালানো হয়। কাজ করতে না দিলে আমরা আর ওই টাকা পাবনা। আর তাতে সমস্যা বাড়বে বই কমবেনা।

আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদ এলাকায় আরআইডিএফ-২৭-এর অধীনে সবমিলিয়ে প্রায় আট কোটি টাকার কাজ হবে। কুমারগ্রাম, মাদারিহাট এবং ফালাকাটা ব্লকে তিনটি রাস্তা হবে এই টাকায়। এই কাজটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডব্লিউবিএসআরডিএকে। এছাড়া আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদ এলাকা থেকে প্রায় ২৮টি প্রকল্পের অধীন ১২টি রাস্তা তৈরির করার প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণে প্রায় ৮৪ কোটি টাকার প্রয়োজন। অনুমোদন পেলে এই কাজগুলি শুরু করা হবে। এছাড়া জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদ এলাকা থেকেও আরআইডিএফ-২৮-এর জন্য ২০ কোটি টাকার বিভিন্ন কাজের প্রস্তাব রাজ্যের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে বেশকিছু প্রকল্পের প্রস্তাব রাজ্যের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে জানাগেছে। এই পরিস্থিতিতে কাজ কারা করবে তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোন অর্ডার বেরহয়নি। তাই স্বভাবতই বিষয়টি নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে জেলাপরিষদ, পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে শুরু করে প্রশাসনিক মহলে।

২০১৪-এর টেট পাশের নথি যাচাই করবে সিবিআই

কলকাতা: সিবিআই এবার পৌঁছে গেল ২০১৪ সালে প্রাথমিকে চাকরি পাওয়া শিক্ষকদের দোরগোড়ায়। ওই বছর টেটের মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া প্রায় ৪৩ হাজার শিক্ষকের নিয়োগের নথি চাইল সিবিআই। উল্লেখ্য, প্রাথমিক টেটের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। এই তদন্তের অঙ্গ হিসেবেই শিক্ষা সংসদের কাছে ২০১৪ সালের নিয়োগ সংক্রান্ত নথি চেয়েছে সিবিআই। শিক্ষা সংসদের তরফে রাজ্যে প্রাথমিক স্কুলগুলির প্রধানদের ১৩ জুলাইয়ের মধ্যে এই নথি পাঠাতে বলা হয়েছে। ১১ জুলাই এই মর্মে সংসদের তরফে নির্দেশও পাঠানো হয়েছে। এর জন্য প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শুধুমাত্র হাতে একদিন সময় দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রচণ্ড চাপে পড়েছেন প্রাথমিক স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা। একদিনের মধ্যে তারা কীভাবে এই নথি গুছিয়ে জমা দেবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় তৃণমূল আসার পর ২০১৪ সালে প্রাথমিক টেটের মাধ্যমে ৪২ হাজার ৯৪৯টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হয়। এই তথ্য পাওয়ার পর সংসদের তরফে তা সিবিআইকে দেওয়া হবে।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মন্ডল বলেন, চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার স্বচ্ছতা বজায় রাখলে প্রধান শিক্ষকদের আজ এইভাবে হেনস্তা হতে হতনা।

কার্বন ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে অর্থনীতির উত্তরণ

জলপাইগুড়ি: উদ্ভিদ জগতের জীবনদায়ী কার্বনডাই অক্সাইড এবার উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির উত্তরণের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। একের পর এক জমিতে বৃক্ষসৃজনের মাধ্যমে সঞ্চিত কার্বন বিক্রি করে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির জিয়নকাঠি চা শিল্পে ডলার-ইউরো আয়ের নতুন প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। এর পোশাকি নাম কার্বন ট্রেডিং।

টি বোর্ডের পক্ষ থেকে চা গবেষণা সংস্থা (টিআরএ) সহ একাধিক বিদেশি সংস্থা ও কনসালট্যান্টদের সঙ্গে নিয়ে চা বাগানে কার্বন ট্রেডিং চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আপাতত উত্তরবঙ্গ ও আসামের কিছু বাগানে এই নিয়ে পাইলট প্রোজেক্ট শুরু হবে। ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে একাধিক শীর্ষ চাবণিকসভার প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে টিবোর্ড, টিআরএ ও কার্বন ট্রেডিংয়ের বিশেষজ্ঞরা বৈঠক সেরেছেন। টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সৌরভ পাহড়ি বলেন, চা শিল্পে কার্বন ট্রেডিংয়ের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।পরিকল্পনাটি পরিবেশ বান্ধব হওয়ার পাশাপাশি এর সঙ্গে বিকল্প আয়ের বিষয়টিও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আশা করছি এই পরিকল্পনাটি দ্রুত বাস্তাবায়িত করা সম্ভব হবে।

কার্বন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে নতুন গাছ রোপণ করা অত্যন্ত জরুরি। গাছের বয়স অত্যন্ত তিন বছর হতে হবে। কারণ পুরানো গাছ হলে কার্বন সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে যায়। উত্তরবঙ্গের চা বাগানের প্রচুর জমি পতিত অবস্থায় রয়েছে সেগুলোতে পরিকল্পনা মাফিক গাছ লাগিয়ে প্রকল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। জার্মানির জিআইজেড ও বেঙ্গালুরুর ভিএনভি নামে দুটি খ্যাতনামা সংস্থাকে এব্যাপারে কাজে লাগানো হচ্ছে। এছাড়াও এর সঙ্গে থাকবে রেইনফরেস্ট অ্যালায়েন্স নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

আশার আলো দেখে জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিরা ইতিমধ্যে মাঠে নেমে পড়েছেন। চার হাজার একর জমি চিহ্নিত করে নিজেদের বাগানেই নতুন করে সবুজসৃজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

BSK
বাংলা সহায়তা কেন্দ্র

বাংলা সহায়তা কেন্দ্র
সবার পাশে, সবার সাথে

সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সমাজের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য জুড়ে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। বাংলা সহায়তা কেন্দ্র সামাজিক ও উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য প্রচারের ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং একজানালা পরিষেবা বিনামূল্যে জনগণের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে।

৩৫৬১ কেন্দ্র
২৭৩ পরিষেবা

কিছু উল্লেখযোগ্য পরিষেবা
- ডিজিটাল রেশন কার্ড
- সবুজ সাথী
- কৃষক বন্ধু
- জাতিগত শংসাপত্র
- কন্যাশ্রী
- রূপশ্রী
- স্বাস্থ্যসাথী
- স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড
- তপশিলি বন্ধু
- কর্মসাথী
- জয় বাংলা
- যুবশ্রী
- গতিধারা
- ঐক্যশ্রী

শহর এলাকায় অতিরিক্ত পরিষেবা
- ই–ট্রেড লাইসেন্স
- ই–বিল্ডিং প্ল্যান
- ই–মিউটেশন

এখন ইলেকট্রিসিটি বিল ও মিউটেশন ফি–এর মতো জরুরি পরিষেবা বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে সহজেই পেতে পারেন।

বাংলা সহায়তা কেন্দ্র
একজানালা পরিষেবা

www.bsk.wb.gov.in

যে কোনও প্রশ্নের জন্য, নিকটস্থ বিএসকে কেন্দ্রে–ডিএম/এসডিও/বিডিও অফিস/স্বাস্থ্যকেন্দ্র/এসআই অফিস/পাবলিক লাইব্রেরি /আর্বান লোকাল বডিস/কেএমসি বোরো অফিসে যোগাযোগ করুন

35 (2)/ICA/ADD/COB

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় অর্কিডের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রশংসিত আশিষ

নাগরাকাটা: বাস্তুতন্ত্রে অর্কিডের মত একটা ছোট্ট উদ্ভিদ কুলের যে বিরাট সেটাই দুই দশক ধরে সবাইকে বুঝিয়ে চলেছেন তিনি। শিলিগুড়ির শিবমন্দির নরসিংহ বিদ্যাপীঠের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক আশিস কুমার রায় এমনই একজন। নেপালের বন ও পরিবেশমন্ত্রকের আমন্ত্রণে কাঠমান্ডুতে আয়োজিত জীববৈচিত্র ও জীবন সম্ভাবনার ওপর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে ডুয়ার্স ও তরাইয়ের বিভিন্ন অর্কিডের কথা তুলে ধরেন। যা একাধিক দেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

তবে এখানেই থেমে থাকতে চান না ২০২২ সালে রাজ্য সরকারের কাছে শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত আশিসবাবু। তাঁর কথায়, নির্বিচারে গাছকাটা, নগরায়ণ, কৃষিজমির সম্প্রসারণ ও মানুষের অসচেতনার ফলে তরাই-ডুয়ার্সে অর্কিডের প্রজাতি আজ বিপন্ন। জীববৈচিত্র ও বাস্তুতন্ত্রের রক্ষায় অর্কিডকে বাঁচাতেই হবে। আমার উদ্দেশ্য হল এই অর্কিডের মাধ্যমে তরাই-ডুয়ার্সকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা। তাই নেপাল সরকারের আমন্ত্রণে অর্কিড সংরক্ষণ নিয়ে মতামত জানানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, জুনের শেষ সপ্তাহে আয়োজিত ওই আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমেরিকা, ভুটান, পাকিস্তান, পর্তুগাল, ইতালি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড ও চীন থেকে বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন।

শিলিগুড়িতে সিপিএম ছেড়ে সিপিআইতে যোগ

শিলিগুড়ি: দীর্ঘদিনের নেতা তথা সিপিএম জেলা কমিটির ২৪ বছরের সদস্য পার্থমৈত্র সহ দলের যুব সংগঠন ডিডিওয়াইএফওয়াই-এর ১১ জন নেতা ৯ জুলাই সিপিএমের জেলা পার্টি অফিসে গিয়ে দল ছাড়ার নোটিশ দেন। বলাবাহুল্য, গত কয়েক দশকে এভাবে প্রকাশ্যে চিঠি দিয়ে কেউ দল ছেড়েছেন তা অনেকেই মনে করতে পারছেননা। শুধু দল ছাড়াই নয় দলের জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ জানিয়ে দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের কাছে দল ছাড়ার এই নোটিশ জমা পড়ে। এরপর ১০ জুলাই সকালে পার্থমৈত্র সহ ঐ ১১ জন হিলকার্ট রোডে সিপিআই-এর কার্যালয়ে গিয়ে নতুন দলে যোগদানের জন্য আবেদনপত্র পূরণ করেন। এব্যাপারে, সিপিআই-এর জেলাসম্পাদক অনিমেষ বন্দোপাধ্যায় বলেন, ওঁরা বামপন্থী।

দক্ষিণপন্থী কোন দলে না গিয়ে ওঁরা যখন বামপন্থী দলে আসার জন্যই আবেদন করেছেন, তখন তা ভালোভাবেই গ্রহণ করেছি। এতে বামপন্থী আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে। পার্থমৈত্র বলেন, বামপন্থা ছাড়া আমাদের কাছে অন্যকোন স্বপ্ন নেই। এরআগে অনেকেই বামপন্থা ছেড়ে দক্ষিণপন্থী দলে গিয়েছেন। আমরা সেইপথে যাচ্ছিনা। আমরা ভবিষ্যতে বামপন্থার বিকাশে কাজ করব।

এদিকে পার্থমৈত্র সহ ১১ জনের দল ছাড়ার এই ঘটনাকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে নারাজ সিপিএম-এর প্রবীণ সদস্য অশোক ভট্টাচার্য্য। এব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া, আমি ওর কথায় কোন মন্তব্য করতে চাইনা। তিনি বলেন, কেনইবা ও এতদিন ধরেপার্টিতে ছিল আর কেনইবা পার্টি ছাড়ল কিছুই জানিনা। তবে আশোকবাবু গুরুত্ব না দিলেও দল যে এদিনের ঘটনাটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের বক্তব্যে তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, সিপিএম একটি গণতান্ত্রিক দল। তাই গণতন্ত্র মেনেই এখানে সবাইকে চলতে হয়। কিন্তু যেভাবে জেলা কমিটির সদস্য ও কয়েকজন পার্টি অফিসের সামনে এসে যা করলেন তা গণতন্ত্র নয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের শামিল। তাই তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠন নিয়ে কয়েকমাস দলের ভিতরে বিক্ষোভ চলছিল। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠন নিয়ে এই বিক্ষোভ চরমে ওঠে। এমনিতেই জেলা সম্পাদক মণ্ডলী থেকে প্রবীণ সদস্য মুকুল সেনগুপ্তকে বাদ দেওয়া নিয়ে দলের একটা বড় অংশ ক্ষোভে ফুঁসছিল। তার ওপর জেলার অভিজ্ঞ যুব নেতাদের একজনকেও জেলা সম্পাদক মণ্ডলীতে না রেখে শুধুমাত্র প্রবীণদের নিয়ে জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করায় ক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে আসে।

ফ্লিপকার্ট মার্কেটপ্লেসের নতুন পলিসি

শিলিগুড়ি: নতুন ফ্লিপকার্ট মার্কেটপ্লেস পলিসি চালু করার কথা ঘোষিত হল। এর মাধ্যমে ফ্লিপকার্ট সেলারদের প্রতি তাদের অঙ্গীকার রূপায়িত করার কাজ অব্যাহত রাখার কথা জানিয়ে দিল, যাতে সেলাররা অনলাইনে তাদের ব্যবসা সহজে চালাতে সক্ষম হন।

ফ্লিপকার্টের এই নতুন উদ্যোগের ফলে সেলারগণ ফ্লিপকার্ট প্লাটফর্মে সহজতর উপায়ে ব্যবসা চালিয়ে নিজেদের বৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখতে পারবেন। ফ্লিপকার্টের নতুন পলিসিতে এমএসএমই-গুলির অনলাইন ব্যবসা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে চালানোর দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে: ইজি সেটেলমেন্টস, সিমপ্লিফায়েড রেট কার্ড, সিঙ্গল ফাইনাল সেটেলমেন্ট ভ্যালু ফর দ্য সেলার্স, রিডাকশন ইন দ্য প্লাটফর্ম ফী, গ্রোথ প্রোগ্রাম – ফ্লিপকার্ট ইগনাইট ও বিজনেস এক্সপার্টস টু হ্যান্ড-হোল্ড সেলার্স; এআই-লেড ক্যাটালগিং সাপোর্ট এবং অন্যান্য নীতিসমূহ, যা ফ্লিপকার্ট প্লাটফর্মের মাধ্যমে তাদের আরও বেশিমাত্রায় লাভের মুখ দেখাতে পারে। গত এপ্রিল মাসে ফ্লিপকার্ট যেসব উদ্যোগ নিয়েছিল এসব হল তারই বর্ধিত রূপ, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে 'সিমলেস ১০-মিনিট অনবোর্ডিং প্রসেস', 'ইজ অব লিস্টিং' ও 'পেমেন্ট পলিসি'। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অনবোর্ডিং পদ্ধতিকে সহজতর করা ফলে 'অনবোর্ডেড সেলার'দের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

এমএসএমই-গুলির অনলাইন যাত্রাপথ মসৃণ করে তোলার প্রয়াসে ফ্লিপকার্ট তাদের অনবোর্ডিং প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পরও সক্রিয় থাকে। টেকনোলজি, ইনোভেশন, সাপ্লাই চেইন ও বিজনেস প্রসেস ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ক্রমেই আরও স্থায়ী ও বিশ্বস্ত প্লাটফর্মে পরিণত হচ্ছে ফ্লিপকার্ট।

ব্যাংক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে বাস রেলি

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: ব্যাংক বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে সংসদে বিল পাস আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে গোটা রাজ্যজুড়ে এক বাস যাত্রার মাধ্যমে প্রতিবাদে সরব হলো অল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসার্স কনফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত একটি বাস রেলি মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হয় এবং দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান থেকে কলকাতা হয়ে এই দুটি বাস রেলি দিল্লির যন্তর মন্তরে শেষ হবে বলে জানান তারা।

উল্লেখ্য, ২০২১ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাংকের বিভিন্ন দিকগুলিকে বেসরকারি করনের লক্ষ্যে সংসদে বিল পাস করে চলেছে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ব্যাংক গ্রাহক ও সাধারণ মানুষের সমর্থন ব্যাংক গুলির উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সিতারামন ২ টি ব্যাঙ্ককে বেসরকরিকরন করবার কথা বলে। যার ফলে বেসরকারিকরনের ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার ৭৫ বছর যেভাবে পালন করছে কেন্দ্রীয় সরকার সেই একই ভাবে ব্যাংক জাতীয়করণের ৫৩ বছরও পালন করে আসছে তারা ফলে আরও একবার দেশ ও দেশের অর্থনীতিকে রক্ষার স্বার্থে আধিকারিক ও কর্মচারীরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে আন্দোলনকারীরা জানান।

এই সময়কালে প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে, সেই সাথে প্রতিনিয়ত বাড়ছে বিভিন্ন ওষুধের দামও অদ্ভুতভাবে এই বাড়তি দামের সুফল পাচ্ছে না কৃষক থেকে শুরু করে সাধারণ ভুক্তভোগীরা এই সমস্ত সবকিছুর সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে আম্বানি আদানির মতো শিল্পপতিরা তারা দাবী জানান।

এই সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে বাস যাত্রার মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাচ্ছে অল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসার্স কনফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা।

নাট্যকার গুণেশ্বরের যাত্রাপালা আজও উজ্জ্বল

শামুকতলা: একসময়ে উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ভাষায় একের পর এক সুপারহিট যাত্রাপালা উপহার দিলেও আজ বয়সের সবই ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। ইনি হলেন উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষার বিখ্যাত নাট্যকার গুণেশ্বর অধিকারী। চারচালার একটি টিনের ঘরে একসময় রচিত হয়েছিল 'ময়নার চখুর জল' এবং 'জোনাকির সংসারের' মত রাজবংশী যাত্রাপালা। আজ সেসবই অতীত। ১২ফুট বাই ৩০ ফুটের চালাঘরটি একসময় যাত্রাপালার মহড়ায় গমগম করত। আর আজ সেখানে থাকে গরু। অর্থাৎ গরুর গোয়াল ঘরে।

নয়ের দশকে ময়নার চখুর জল সমগ্র উত্তরবঙ্গের যাত্রাপালায় আলোড়ন ফেলে দেয়। অন্তত ২০০ বার মঞ্চস্থ হয় এই যাত্রাপালা। শুধু তাই নয় নয়ের দশকেই সিনেমায় চিত্রায়ণ হয়েছে যাত্রাপালা ময়নার চখুর জল। আলিপুরদুয়ার শহরের মায়া টকিজ নামে একটি প্রেক্ষা গৃহে টানা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলেছে এই সিনেমাটি। এছাড়া অনেক বাংলা সিনেমাকে তিনি রাজবংশী ভাষায় যাত্রাপালার রূপ দিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বেদের মেয়ে জোছনা, বৌমা প্রভৃতি। একসময় আকাশবাণী শিলিগুড়িতে তিনি নিয়মিত কুশকগান পরিবেশন করতেন।

লোকগবেষক প্রমোদনাথ জানান, রাজবংশী ভাষা সংস্কৃতির কৃষ্টি রক্ষা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে গুণেশ্বর অধিকারীর ভূমিকা অপরিসীম। মোবাইলের যুগে যদিও যাত্রার প্রতি এখন আর আগের মত আগ্রহ নেই মানুষের। তবুও তাঁর লেখা রাজবংশী যাত্রাপালাগুলি উত্তরবঙ্গের প্রতিটি মানুষের মণিকোঠায় বেঁচে থাকবে চিরকাল।

রাজাপাক্ষের ইস্তফা, পরিস্থিতি সামাল দিতে জনতাকে অনুরোধ সেনাপ্রধানের

কলম্বো: অবশেষে ৯জুলাই গণবিক্ষোভ আছড়ে পড়ল ভারতের প্রতিবেশী দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপ্রধান রাজাপাক্ষের প্রাসাদে। পরিস্থিতির আগাম আঁচ পেয়েই আগেই রাজাপাক্ষে ও তার পরিবারকে নৌবাহিনীর ডেরায় সরিয়ে নিয়ে যায় নৌসেনা। এক আধিকারিক জানান, এসএলএনএস গজবাহু নামের একটি জাহাজে কড়া নিরাপত্তায় রাখা হয়েছে তাঁকে। পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হয়ে পরায় নৌসেনার বিশেষ আশ্রয় থেকে অবশেষে ১৩ জুলাই পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাক্ষে।

৯ জুলাই পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে যায়যে, এদিন সকালে বিক্ষোভকারীদের একাংশ প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিঙ্ঘের বাসভবন টেম্পল ট্রিতেও ঢোকার চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে সর্বদল বৈঠক ডেকে তড়িঘড়ি পদত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন রনিল। টুইটারে তিনি লেখেন, সাংবিধানিক সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিরোধী দলনেতাদের সুপারিশ মেনে

ইস্তফার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যদিও এর আগে অন্য দলের নেতারা পদত্যাগ করতে বললেও তিনি রাজি হননি। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। বিক্ষোভকারীরা তাঁর বাড়িতেও আগুণ ধরিয়ে দেন।

উল্লেখ্য, গত কয়েকমাস ধরে প্রেসিডেন্ট রাজাপাক্ষের ইস্তফা চেয়ে লাগাতার বিক্ষোভ চলছিল দ্বীপরাষ্ট্রে। ৮ জুলাই দুপুর থেকেই দ্বীপরাষ্ট্রের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে কারফিউ অমান্য করে বাস, ট্রেন, লরি ও অন্যান্য যানবাহনে করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে মানুষ পৌঁছে যান কলম্বোয়।

৯ জুলাই পরিস্থিতি চরমে ওঠে। রাজাপাক্ষের বাসভবন ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিক্ষোভকারিরা। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে ঢোকার চেষ্টা করলে শূন্যে গুলি ও কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে আটকানোর চেষ্টা করে সেনা ও পুলিশ। তাতে পিছু হটাতো দূরের কথা উত্তেজিত জনরোষ হুরমুরিয়ে ঢুকে পড়েন এবং রাষ্ট্রপতি ভবনের দখল নেন। শ্রীলঙ্কা প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, কারফিউ জারি করে গণ বিক্ষোভ দমন করা যায়না। বরং তাতে উল্টো ফল হয় এবং তাই হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ৯ জুলাই কলম্বোয় সমাবেশ নিষিদ্ধ করতে বিচারপতিদের কাছে আগেই আর্জি জানিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু বিচারপতিরা সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। জানাগেছে, সেনাবাহিনির একাংশও বিক্ষোভকারিদের মদত জুগিয়েছে। এমনকি এদিনের বিক্ষোভে ক্রিকেটার সনৎ জয়সূর্যও অংশ গ্রহণ করেন।

এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষকে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল সাভেন্দ্র সিলভা। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ ভাবে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানের সুযোগ রয়েছে।পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কলম্বোয় গতিবিধি বাড়িয়েছে সেনা। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির বাইরে ব্যারিকেড তৈরি করেছে তারা। পর্যবেক্ষকদের মতে, শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি যে ভাবে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে তাতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষে এই সংকট সামাল দেওয়া কঠিন। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নতুন শাসকদের সেনাবাহিনীর সাহায্য নিতেই হবে।

সম্পাদকীয়

কোভিড ও অনলাইন পড়াশুনা

ইতিমধ্যে রাজ্য সহ দেশজুড়ে কোভিডের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। অনেকে মনে করছেন এটি কোভিডের চতুর্থ ঢেউ, আবার অনেকে মনে করছেন এবার কোভিড তেমন বড় রুপ নিবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে সুরক্ষার কথা ভেবে কি আবার অনলাইন পঠনপাঠনে ফিরে যাওয়া উচিত? এই বিষয় নিয়েও ভিন্ন মতামত রয়েছে অভিভাবকদের মধ্যেও। যদিও অনেকেই অনলাইন পঠনপাঠন ফের শুরু করার পক্ষে। যেখানে হাট-বাজার, অফিস, মল সব খোলা রয়েছে, সবাই দিব্বি বাইরে চলাফেরা করছে, শুধু স্কুলের প্রসঙ্গ এলেই অভিভাবকদের অনীহা কেন? এতে বোঝা যায় স্কুল-বন্ধ রাখার পক্ষে যুক্তিগত অভাব রয়েছে।

হয়তো অভিভাবকরা বিগত দু'বছরের অতিমারি-জনিত বিকল্প অনলাইন ব্যবস্থায় অতিমাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। এমনটাও বলা যেতে পারে আসল পড়াশোনাটা স্কুলে না হয়ে, হয় কোচিং সেন্টারগুলিতেই। কাজেই দিন-দিন 'স্কুল' হয়ে উঠেছে বছর শেষে মার্কসিট এবং সার্টিফিকেট তোলার প্রতিষ্ঠান। এর জন্য দায়ী শুধু অভিভাবকেরা নয়, স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকেদের ও সমান দায়ভার রয়েছে বলা যেতে পারে। অধিকাংশ শিক্ষকেরাই স্কুল ছাড়াও বাইরে প্রাইভেট টিউশন পড়িয়ে থাকেন, স্কুল বন্ধ থাকলেও তাদের টিউশন বন্ধ হয় না। স্কুলে অনলাইন ক্লাস না নিলেও, টিউশনের অনলাইন ক্লাস ঠিকই চলে। সরকারি স্কুল শিক্ষকদের সরকারের তরফে বহুবার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলেও, তেমন সুফল পাওয়া যায়নি। সরকার ও তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন কঠোর পদক্ষেপ নেয়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবেও রয়েছে।

বিগত দু'বছর কোভিডের কারণে সম্ভবত সারা বিশ্বে সব থেকে বেশি দিন বন্ধ ছিল আমাদের দেশের রাজ্যের স্কুলগুলিই। বর্তমান সময়ে কোভিড আবার বাড়ছে। হয়তো একই অজুহাতে আবার বন্ধ করে দেওয়া হবে স্কুল কলেজগুলি।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

কথাদের ভবিষ্যৎ

- শ্রেয়সী চট্টোপাধ্যায়

আমরা দীর্ঘদিন চুপ করে আছি,
দেখা আর কথার মাঝে আমাদের দূরত্বটা ঠিক
হাওড়া ব্রিজ থেকে হুগলি সেতুর মতো,

গঙ্গার গরম সবুজ স্রোতের সাথে
ভেসে যাওয়া পবিত্রতা অথবা
কালিঝোড়ার ঠান্ডা বরফগলা নীলচে জলে
বয়ে চলা পাথরের স্পর্শের মতো নাতিশীতোষ্ণতা ছুঁয়ে
যায় আমাকে।

আমাদের কথারা অন্ধকার ভালোবাসে,
আর আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের
কথাদের ভালোবাসে

প্রবন্ধ

সকলের অন্তরেই সমাহিত বুদ্ধ

....অরুণজিৎ দত্ত

আমাদের প্রত্যেকের অন্তরেই বুদ্ধ সমাহিত। তাঁকে পেতে শুধু "আপনারে করো উন্মোচন"। নিজেকে জানতে গিয়ে নিজের অন্তরে অধি আত্মিক পরম জ্ঞানের অনুভূতি হওয়া প্রত্যেক আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রই তো বুদ্ধ ।।

এই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি বা বোধি জ্ঞান লাভের জন্যে একান্ত প্রয়োজন কেবল নিজের প্রবল থেকে প্রবলতম মনের ইচ্ছে। যে ইচ্ছে শক্তির সমানে যদি ঈশ্বর বলে কেও থেকেও থাকেন সেই সর্বশক্তিমানও বিরুদ্ধাচারণ করতে পারেন না। যখন বুদ্ধদেবকে তাঁর সকল গুরু এই বোধি জ্ঞান প্রদান করতে অসর্মথ হয়েছিলেন, তখন নিজের কঠোর কৃচ্ছসাধনা, ত্যাগ, তিতিক্ষা আর মনের জোরে নিজের শরীরকেও উপেক্ষা করে একাগ্র চিত্তে দীর্ঘ সাধনার পরই তিনি বোধিসত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। অর্থাৎ সবটাই হবে একমাত্র আপন চেষ্টাতেই – নিজের জীবন দিয়ে এই উদাহরণই রেখে গেছেন গৌতম বুদ্ধ। "কৃপা"র অর্থ সংস্কৃতে "কৃ"ধাতু অর্থে করে,পা ধাতু অর্থে পাওয়া। অর্থাৎ কৃপা মানে দয়া বা করুণা নয়, অন্তরে বোধি জ্ঞান অর্জন করতে হলে বা আপনার মধ্যে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ঘটাতে চাইলে সেই লক্ষ্যে স্থির,অবিচল থেকে কৃপা মানে নিজে করে (পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা) নিজেকেই তা পেতে হবে আমাদের।

এই বিশেষ অনুশীলনে আমাদের নিজের জীবনকে অভ্যস্ত করাতে পারলে নিজের যোগ্যতায় নিজের জীবনের সকল লক্ষ্য পূরণ করাই সম্ভব। বিশ্বের দিকে চেয়ে বসে থাকা তখন নিষ্প্রয়োজন, কারণ ততদিনে এই অনুশীলনের দ্বারাই আস্তিক নাস্তিক ভেদে আমাদের অন্তরাত্মা জেনে গিয়েছেন যে, এই জগতের পরম শক্তি আমাদের নিজেদের অন্তরেই সমাহিত, সমাহিত বুদ্ধ রূপে। নিজের একান্ত ইচ্ছে শক্তি দিয়ে তাঁকে জাগ্রত করে তোলা শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।।

গল্প

বেওয়ারিশ

....শৌভিক রায়

মানুষ লাশ হলে ভারী হয়।

কে না জানে? কিন্তু তাই ব`লে এতটা! প্যাডেলে আরও একটু জোরে চাপ দেয় গনা। সময় মতো পৌঁছতে না পারলে নাহাবাবুর কথা শুনতে হবে।

অবশ্য লখনা যখন তাকে খবর দিয়েছিল তখনই বোধহয় লাশটার দিন কুড়ি হয়ে গেছে। লখনার সঙ্গে নাহাবাবুর কী চুক্তি, সেটা প্রাণের বন্ধু হয়েও লখনা কোনদিন খোলসা করে নি। তবে গনাকে খারাপ পয়সা দেয় না সে। গনা বোঝে যে, লখনা নাহাবাবুর কাছ থেকে বেশ ভাল টাকা পায়। না হলে শুধু বইবার জন্য তাকে এতগুলো টাকা দিত না। অবশ্য এই কাজে ঝুঁকি বিরাট। কখন কোথায় কে ধরে বসবে তার ঠিক নেই। গনা তাই সাবধানে দেখেবুঝে ভ্যান চালায়। লাশটা নাহাবাবুর ওখানে পৌঁছে দিলে তার কাজ শেষ।

আর একটা পরিচয় আর খানিক পরে মুছে যাবে পৃথিবী থেকে। কেউ জানবে না যে, মানুষটা কোথায় গেল। বাড়ির লোক প্রথমদিকে কয়েকদিন থানায় চক্কর কাটবে। তারপর হাল ছেড়ে দেবে একদিন! চারদিকে এত মানুষ কে কার খবর রাখে! এই যে লাশটা সে টানছে, এও তো কারও প্রিয়জন! কোথা থেকে এসেছিল, কোথায় যাচ্ছিল কেউ জানে না। কীভাবেই বা মারা গেল সেটাও অজানা। মরে গিয়ে একদিন চলে এলো লাশকাটা ঘরে। তারপর নিয়মমাফিক ছবি-টবি তুলে রাখা, নামকেওয়াস্তে তদন্ত চলা, ব্যস ওটুকুই। খোঁজ-খবর আর কে করবে? লখনা মারফত বেওয়ারিশ লাশের খবর পৌঁছে যাবে নাহাবাবুর কাছে। কী দেওয়া-নেওয়া হবে কে জানে, একদিন মরা মানুষটা লাশকাটা ঘর থেকে বেরিয়ে রাতের অন্ধকারে উঠে পড়বে গনার ভ্যানে। পৌঁছে যাবে নাহাবাবুর খামারবাড়ি। খামারবাড়ি! পিচ করে থুতু ফেলল গনা। ওটা আসলে লাশবাড়ি। ওখান থেকে লাশটা যে কোথায় যাবে আর কেউ জানবে না। লখনা কখনও বলে, নাহাবাবু লাশ চালান দেয় নানা জায়গায়, কখনও বলে অ্যাসিডে লাশ ডুবিয়ে চামড়া খসিয়ে কঙ্কাল বের ক'রে সাপ্লাই দেয়!

গনার অবশ্য সেসব জানবার কোনও আগ্রহ নেই। সে তার পয়সা পেলেই খুশি। লখনা তাকে এতটা পয়সা দেয় যে, সারা সপ্তাহ তার আর কিছু না করলেও চলে। তবে বেওয়ারিশ লাশ তো আর প্রতিদিন জোটে না! তাই অন্যসময় ৩০০ গনা তার ভ্যানে মাল টানে। যা পায় তাই টানে। তার কামাই মন্দ না। ধরে রাখতে পারলে ভাল পয়সা করতে পারত গনা। কিন্তু তার মুশকিলটা অন্য জায়গায়। চুল্লু না খেলেও তার চলবে, কিন্তু সপ্তাহে তিন-চারদিন পিক্কির শরীর না হলে তার চলে না। ঝোপ বুঝে পিক্কিও আজকাল রেট বাড়াচ্ছে। আসলে শালীর দেমাক বেড়েছে। লোকজন বেশি যাচ্ছে বোধহয় ওর কাছে! তবে মুখে বলবে অন্য কথা,

– দেখছ না কীরকম দাম বাড়ছে জিনিসপত্রের! পেট তো চালাতে হবে নাকি।

– তাই বলে আমার কাছেও বেশি নিবি? আমি না তোর প্রথম কাস্টমার।

– সেসব দিন কি আর আছে? আরে আমাদেরও সংসার পালতে হয়।

– তাই বলে এত!

– দিলে দাও বাপু, নইলে কাটো।

– এভাবে বলছিস?

– কেন? একটু বাড়াতে অসুবিধে কি? ভালই তো কামাচ্ছ।

– কে বলেছে তোকে?

– ওসব বোঝা যায়। তাছাড়া লখনাদাও বলছিল।

– লখনাও আসে নাকি তোর কাছে?

– লখনা, গনা, মদনা...সব আসে। শোনো, পয়সা বাড়ালে এসো। নইলে ফোটো। ধান্দার টাইম। ফালতু কথার টাইম নেই।

পিক্কির কথায় রাগতে গিয়েও রাগে না গনা। বরং মজাই পায়। সেদিনের পুচকে পিক্কি আজ এপাড়ার মক্ষীরানি। আর কয়েকদিন পর বোধহয় মাসি হয়ে মেয়ে খাটাবে।

বেশি পয়সার ধান্দায় গনা আজকাল অজানা-অচেনা লোক দেখলেই গনা সুযোগ খোঁজে। নিকেশ ক'রে সোজা নাহাবাবুর লাশবাড়িতে পৌঁছতে পারলেই হল। মাঝে আর কোনও ঝামেলা নেই। সব পয়সা নিজের পকেটে। এরকম কামাইয়ের পয়সায় গনা চুল্লুর বদলে বিলাতি খায়। পিক্কিকে রাগানোর জন্য শ্রীদেবীর কাছে যাবে ভেবেও অবশ্য যেতে পারে না। পিক্কির একটা আলাদা ইয়ে আছে। কিন্তু বেওয়ারিশ লোক পাওয়াই মুশকিল। তাই কামাইটা অনিশ্চিত। মাঝে পরপর তিনটে পেয়েছিল। এখন আবার মন্দা যাচ্ছে।

লখনা বোধহয় তার এই ধান্দার কথা বুঝতে পেরেছিল। আসলে দোষ তার নিজের। নাহাবাবুর কাছে পয়সা পেয়েই দেদার ওড়াচ্ছিল সে। লখনা সেটাই ধরেছে,

– কি রে, এত পয়সা পেলি কোথায়?

– কোথায় এত পয়সা দেখছিস?

– নিজে বুঝছিস না?

– ধুস! ছিল আগের। আর কয়েকদিন ধরে বেশি বেশি মাল টানছি প্রেমেনদার গুদামের।

– তাই বলে এত বেশি?

– কিছু বখশিস দিয়েছে তো।

– অ...সেটা বল।

– ওসব বলার কি আছে আর। নে, মাল টান।

– বিলাতি?

– হ্যাঁ রে। বাচ্চু নামটা বলে দিয়েছে।

– বাচ্চু যখন বলেছে তখন ভাল হবেই। খোল বোতল।

বিলাতি দিয়ে লখনাকে তখনকার মতো ভুলিয়ে রাখলেও মনে মনে সাবধান হয়ে গেছিল গনা। যা করবার চুপচাপ তো বটেই, খুব সাবধানে করতে হবে। অবশ্য লখনা বেশি তড়পালে অন্য পথ নেবে সে। ফাঁকফোকর সেও কম জানে না এই লাইনে থেকে থেকে। দরকারে সোজা চলে যাবে পুলিশের কাছে। সে জানে লখনা অনেকসময় পুলিশের ভাগা ঠিকঠাক দেয় না। ওরা বুঝলেও ধরতে পারছে না। গনা হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলে লখনাকে আর দেখতে হবে না! সে নিজেই তখন নাহাবাবুর এক নাম্বার লোক হয়ে উঠবে।

হঠাৎ গনার শস্তার মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো। ফোনটা আজ চালু রাখতে বলেছিল লখনা। নাহাবাবু নাকি ফোন করে অন্য কোথাও লাশ নিয়ে যেতে বলতেও পারেন। অন্যদিন অবশ্য ফোন বন্ধ রাখাই নিয়ম। পকেট থেকে ফোন বের করে কানে ধরল গনা। আরেব্বাস পিক্কির গলা,

– তুমি কোথায়?

– কেন রে?

– এক্ষুনি কুঠির মাঠের দিকে আসতে পারবে?

– কুঠির মাঠ? কেন?

– এক কাস্টমার নিয়ে এসেছিল। ব্যাটা মাল টেনে বেহুঁশ। ফিরতে পারছি না একা একা। তোমার ভ্যানটা নিয়ে এস না। ভয় লাগছে।

– এখন ভ্যান নিয়ে? এত রাতে?

– আসবে না? অ...বুঝলাম। ঠিক আছে। এসো আমার কাছে এরপর। ঢ্যামনা একটা।

– আরে দাঁড়া দাঁড়া। ওরকম বলছিস কেন? যাচ্ছি রে যাচ্ছি।

ভ্যান ঘোরায় গনা। কুঠির মাঠের ওদিকটা একটু ফাঁকা আর জঙ্গল জঙ্গল। তবে ওখান দিয়ে গেলে শর্টকাট একটা রাস্তা আছে। সেখান দিয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু সমস্যা হল ভ্যানের লাশটা নিয়ে। পিক্কি এটা দেখলে ঝামেলা হয়ে যাবে। কুঠির মাঠের কাছে একটা ঝোপের আড়ালে ভ্যানটা রেখে হাঁটা দিল গনা। আবছা অন্ধকারে খানিকটা দূরে একটা অবয়ব দেখা যাচ্ছে। তড়বর করে এগোয় গনা। এখানে ফাঁকা জায়গায় কেউ নেই। সে আর পিক্কি শুধু। একবার পিক্কিকে পেলে দারুন হয়। নিশ্চয়ই পিক্কি না করবে না! ডাকবার সঙ্গে সঙ্গেই সে এসেছে পিক্কির কাছে,

– কি রে খুব ভয় পাচ্ছিলি নাকি পি...

আর বলবার সুযোগ পেল না গনা। মাথার পেছনে তীব্র যন্ত্রণায় মাটিতে পড়ে গেল গনা। পড়েই রইল।

ভারী পুরোন লাশটার পাশেই গনার টাটকা লাশটা উঠিয়ে ভ্যান টানতে লাগল লখনা। দুটো লাশের ডিমান্ড ছিল। আগেই বলে রেখেছিলেন নাহাবাবু। একটা স্টকে থাকলেও আর একটা জোগাড় হচ্ছিল না। তখনই নাহাবাবু বলেছিলেন,

– গনার খবর কী রে?

– ভালই আছে বাবু।

– ওর হাতে মাল নেই?

– ওর হাতে কিভাবে থাকবে? ও তো শুধু ভ্যান টানে।

– তাই নাকি? আর কিছু করে না?

– আর কি করবে!

– কোন একটা মেয়ের জন্য নাকি পাগল! ধেনো পাঁচু বলছিল।

– জানি না বাবু।

– বেওয়ারিশের বাচ্চা গনাটা মাঝে তিনটে লাশ সাপ্লাই দিয়েছে আমাকে। তুই তো জানিসই। বলে দেখ ওকে, যদি দিতে পারে।

নাহাবাবুর কথায় লখনার কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। গনার তলে তলে এই ব্যাপার তবে! শালা এভাবে বেইমানি করছে! পিক্কিকেও হাত করা শেষ! চশমখোরটা একবারও ভাবল না যে, পিক্কি লখনার। যে থালে খাচ্ছে সেটাতেই ফুটো করছে ব্যাটা। কেন মেয়েছেলের অভাব নাকি রে? তাও না হয় মেনে নেওয়া গেল যে, বাজারের মেয়েছেলে যেখানে পয়সা দেখবে সেখানেই যাবে, কিন্তু তাকে ডিঙিয়ে লাশ সাপ্লাই দেবে এভাবে! এটার ব্যবস্থা করতে হবে। ওই শালী পিক্কিকে দিয়েই এটাকে তুলতে হবে। এই লাইনে বিশ্বাসঘাতকের কোনো জায়গা নেই। লখনা সেদিনই ভেবে রেখেছিল কোন লাশ দুটো সাপ্লাই দেবে। একবার তার মনে এটাও এসেছিল যে, নাহাবাবু ঘুরিয়ে গনার লাশের কথাই বললেন যেন! আজ কাজ হয়েছে।

দুটো লাশ নিয়ে ভ্যান টানছে লখনা আধা অন্ধকারে। দুটোই বেওয়ারিশ। ভ্যান টানে আর চকচকে টাকার নোট দেখে। টাকার স্বপ্নে বিভোর থাকে বলে খেয়ালও করে না কখন তার ভ্যানে নাহাবাবুর ডানহাত ধেনো পাঁচু চকচকে ধারালো ছুরিটা নিয়ে উঠে এসেছে আর পিক্কি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার সামনের বাঁকে, নাহাবাবুর পাশে।

বীরপাড়ায় শীঘ্রই হবে ইএসআই হাসপাতাল, আশায় চা শ্রমিকরা

নাগরাকাটা: এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসুরেন্স কর্পোরেশনের (ইউএসআইসি) হাসপাতাল হবে ডুয়ার্সের বীরপাড়ায়। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং-এর বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত ইএসএসআই-এর আওতাধীন শ্রমিকরা যে এতে উপকৃত হবেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে সবকটি জেলারই মূল শিল্প হল চা। সেই শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিক ও তার পরিবারবর্গ এই হাসপাতালে পরিষেবা পাবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

চা মহল সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, বাগান শ্রমিকরা এখনও ইএসআই-এর অধীনে নন। তাই এই বিধি অনুযায়ী চা বাগানগুলিকে মরশুমি বা সিজনাল শিল্পের তকমা দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে চা বাগানগুলির যা অবস্থা তাতে খুব শীঘ্রই এই বদলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। চাশ্রমিক সংগঠন গুলির কথায় চা ফ্যাক্টরি বছরে ৭-৮ মাস খোলা থাকলেও বাগান রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি কিন্তু সারা বছর ধরেই চলে। তাই বীরপাড়ায় ইএসআই-এর হাসপাতাল তৈরির সরকারি সিদ্ধান্ত জানার সঙ্গে সঙ্গেই দলমত নির্বিশেষে সবকটি শ্রমিক সংগঠনই, চা শ্রমিক ও তাদের পরিবার যাতে এই ইএসআই প্রস্তাবিত হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন সেই দাবিতে তারা সরব হয়েছেন। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী বেচারাম মান্নাও এব্যাপারে আশার বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, সব শ্রমিকই যাতে এই ইএসআই হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা পান সেটাই আমাদের লক্ষ্য।

অন্য একটি সূত্র মারফত জানাগেছে, ১৯৫১ সালের বাগিচা শ্রম আইন পরিবর্তন করে নতুন লেবার কোড ২০২০ তৈরি হয়েছে। তাতে পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের শর্ত এবং সামাজিক নিরাপত্তার আলাদা সংস্থান রয়েছে। এর মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে চা শ্রমিকরা ইএসআইসি-র আওতাধীন হয়ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা ধরনের সুযোগসুবিধা পাবেন। ইএসআইসি-এর সদস্য হতে পারলে শ্রমিক ও তার পরিবার শুধুমাত্র চিকিৎসা পরিষেবা তা নয়। অসুস্থতাজনিত সুবিধা, ভাতা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা সহ আরও অনেক সুবিধাই তারা পাবেন।

বর্তমানে শিলিগুড়িতে একটি ইএসআই হাসপাতাল তৈরির কাজ চলছে। ডুয়ার্সেও এই হাসপাতাল তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের। ২০১০ সাল থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে এই নিয়ে কথা চলছে। প্রভিডেন্ট ফান্ড দপ্তরের আঞ্চলিক বোর্ড মিটিং-এ একাধিকবার বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছিল। চা শিল্পের শ্রমিকরা ইএসআই-র সদস্য হয়ে যদি সুযোগসুবিধাগুলি পায়, তবে অবশ্যই তা সাধুবাদ যোগ্য। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে এই কাজটি দ্রুত করা দরকার।

দুই লক্ষ মেট্রিক টনের আবর্জনায় বেহাল রাজার শহর

কোচবিহার: জমা আবর্জনার পরিমাণ দেখে চোখ রীতিমত কপালে ওঠার যোগ্য। এমনই পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে কোচবিহার পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডের। প্রায় দুই লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি আবর্জনা জমেছে কোচবিহার পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। তবে এটাই শেষ নয়। দিনকে দিন এর পরিমাণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

তবে এই আবর্জনা শুধুমাত্র কোচবিহার পুর এলাকার নয়। এর সঙ্গে তুফানগঞ্জ, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার ও ধূপগুড়ি শহরেরও আবর্জনা রয়েছে। এই শহর গুলির বর্জ্যও কোচবিহারে এনে ফেলা হচ্ছে। সবার চোখের সামনেই দূষিত হচ্ছে রাজ আমলের এই শহর।

সমস্যা মেটাতে ইতিমধ্যে উদ্যোগী হয়েছে কোচবিহার পুরসভা। চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ১ আগস্ট থেকে দিল্লির একটি সংস্থা এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে রিসাইক্লিংয়ের কাজ শুরু করবে। এই আবর্জনা থেকে যা রিসাইকেলযোগ্য তা তারা নিয়ে যাবে।

কোচবিহার শহর লাগোয়া গুড়িয়াহাটি-২গ্রাম পঞ্চায়েতের বকুলতলা এলাকায় কোচবিহার পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড রয়েছে। শহরের সমস্ত বাজারহাট, রাস্তারধার, দোকানের আবর্জনা এই ডাম্পিংগ্রাউন্ডে জমা হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল প্রায় কয়েক দশক ধরে এই বকুলতলা ডাম্পিংগ্রাউন্ডে শহরের আবর্জনা ফেলা হলেও আজ পর্যন্ত তা রিসাইক্লিং করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

দিল্লির আম মেলায় শেরার শিরোপা ফজলির দখলে

মালদা: হিমসাগর বা ল্যাংরার মত বংশ কৌলিন্য ফজলি আমের নেই। তাই আমের রাজ্যে ফজলি কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও দিল্লির হ্যান্ডলুম হাটের আম মেলায় বাকিদের পেছনে ফেলে সেরার শিরোপা দখল করেছে মালদার ফজলি। উল্লেখ্য, মেলায় কিলো প্রতি ২০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে ফজলি। যা দেখে হীনমন্যতায় ভুগতে পারেন হিমসাগর ও ল্যাংরা আম ব্যবসায়ীরা।

প্রায় মাসখানেক ধরে দিল্লিতে এই মেলা চলছে। এই মেলায় রাজ্যের আম উৎপাদনকারী অনান্য সাত জেলার সঙ্গে মালদার আমের প্রদর্শনী ও বিপণন চলছে। জেলার জিআই অনুমোদনপ্রাপ্ত ল্যাংরা, লক্ষণভোগ, হিমসাগর শুরুতেই বাজার দখল করে নিয়েছিল। তবে দাম কেজি প্রতি ১২০ টাকা থেকে ১৫০ টাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু এখন ফজলির দাপটে অন্যরা কিছুটা হলেও ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে।

উদ্যানপালন দপ্তরের উপঅধিকর্তা সামন্ত লায়েক জানিয়েছেন, একমাস ধরে দিল্লিতে চলা আম মেলা ১৫ জুলাই শেষ হতে চলেছে। একমাস ধরে এই মেলায় মালদার বিভিন্ন আম বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩ মেট্রিক টন। ইতিমধ্যে প্রায় ২০ মেট্রিক টন আম বিক্রি হয়ে গিয়েছে। যা দিল্লির মেলায় আম বিপণনের ক্ষেত্রে সর্বকালীন রেকর্ড। এছাড়াও আমসত্ত্ব, আচার, আমচুর, আমপানা বিপণনেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছে মালদা জেলা। প্রায় এক টনের মত আমজাত দ্রব্য মেলায় নিয়ে যাওয়া হল। মেলা প্রায় শেষ হতে চলল। ইতিমধ্যে যা খবর তাতে দেখাযাচ্ছে যে শুধু আমই নয় প্রায় এক লক্ষ টাকার আমজাত দ্রব্যও বিক্রি হয়েছে। মালদা থেকে ছয়জন চাষি তাঁদের আম ও আমজাত দ্রব্য নিয়ে এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন।

রাজার উত্তরসূরি খোঁজার কাজ শুরু রাজ্য বন দপ্তরের

মাদারিহাট: রাজার উত্তরসূরি খোঁজার কাজ শুরু করে দিল রাজ্য বন দপ্তর। দক্ষিণ খয়েরবাড়ির ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে ১০ জুলাই রবিবার ভোররাতে মৃত্যু হয় দেশের সবচেয়ে বয়স্ক বাঘ রাজার। মৃত্যুকালে রাজার বয়স হয়েছিল প্রায় ২৬ বছর। গতবছর ২৫তম জন্মদিনে রাজাকে সম্মান জানিয়ে পুনর্বাসন কেন্দ্রের মধ্যে তার প্রতিকৃতিও তৈরি করা হয়েছিল। সেটাই এখন রাজার স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উল্লেখ্য, রাজার মৃত্যুর সঙ্গে ওই কেন্দ্রটি রয়েল বেঙ্গল শূণ্য হয়ে পড়ল। যদিও বর্তমানে সেখানে ২১টি চিতাবাঘ রয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, রাজার শূন্যস্থান পূরণে এই পুনর্বাসন কেন্দ্রে যুবক বাঘ আনার ক্ষেত্রে অনেক আইনি জটিলতা রয়েছে। তাই শিকার করা ছেড়ে দিয়েছে বা জখম হয়েছে বা বয়স্ক ও অসুস্থ বাঘের খোঁজ করা হচ্ছে। এব্যাপারে রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, সুস্থ বাঘ আনতে হলে জু অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদন লাগে। সেজন্য বয়স্ক বা শিকার করা ছেড়ে দিয়েছে এমন বাঘ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খোঁজা হচ্ছে।

২০০৫ সালে তৎকালীন বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মনের উদ্যোগে এই ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়। বিভিন্ন সার্কাস থেকে বাজেয়াপ্ত করা ১৯টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার এখানে আনা হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে কিছু অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছে এবং কিছু দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু চিড়িয়াখানায় পাঠানো হয়।

কলেজে পরীক্ষা দিতে এসে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার স্বীকার দুই ছাত্র

কোচবিহার: কলেজে পরীক্ষা দিতে এসে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার স্বীকার হল দুই ছাত্র। জানা গেছে, ছাত্র দুটি মাথাভাঙ্গা কলেজের সংস্কৃত অনার্স বিভাগের ছাত্র। কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা দিতে এসে কলেজে ঢোকার মুহূর্তেই কলেজ গেটের সামনে একটি লড়ি তাদের ধাক্কা মারে তারা বাইক নিয়ে পড়ে যান রাস্তায়। এতে বাইক চালক কলেজ পড়ুয়া গুরুতর যখন হলেও অপর ছাত্র সামান্য আঘাত পেয়েছেন বলে জানা গেছে

কোচবিহার ১ নং ব্লকের চান্দামারির বাসিন্দা মাথাভাঙ্গা কলেজের ছাত্র মনিশঙ্কর বর্মন বলেন আমরা কলেজের ঢোকার সময় বাইকের ইন্ডিকেটর এবং হাত দেখিয়েছিলাম কিন্তু লড়িটি প্রচন্ড গতিতে এসে আমাদের বাইকে লাগিয়ে দেয়। তারপর মাথাভাঙ্গা কলেজের তৃনমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

কলেজের সামনে প্রচুর ভিড় হলেও ট্রাফিকের কোনো ব্যবস্থা নেই। ট্রাফিকের থেকে কোনো গার্ড থাকলে হয়তো এই দুর্ঘটনাটি হতো না বলেও জানান ওই কলেজ পড়ুয়া। তবে ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে মাথাভাঙ্গা থানায় নিয়ে আসে পুলিশ এবং ঘটনার খবর পেয়ে আহত দুই কলেজ পড়ুয়াকে দেখতে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ছুটে যান ট্রাফিক ওসি।

মহিলাদের স্বনির্ভর করতে কেক তৈরীর প্রশিক্ষণ

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: প্রসঙ্গত করোনার গত দুই বছর নানা ভাবে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ। কঠিন এই সময় মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে দিনহাটার সদ্য বিদায়ী মহকুমা শাসকের স্ত্রী পুরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কেক, পেস্ট্রি তৈরির প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। পুরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা উৎসাহের সাথে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কেক ও পেস্ট্রি তৈরির কাজ শিখছেন। পুরসভার সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে কেক, পেস্ট্রি তৈরির প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। প্রথম ব্যাচে নয় জনের প্রশিক্ষণ শেষে শুরু হবে দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণ নেওয়া মহিলাদের মিঠু বণিক ও অনিমা বোস জানান, ভবিষ্যতের লক্ষ্যে নিজেরাই যাতে তৈরি করে বিক্রি করতে পারি সেই জন্য কেক ও পেস্ট্রি তৈরি করা শিখছি।

পুরসভার আধিকারিক অলোক সেন জানান, দিনহাটার মহকুমা শাসকের স্ত্রী তনুশ্রী সরকার অনেকদিন ধরে আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন তিনি কেক ও পেস্ট্রি তৈরি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের শেখাতে চান। সেইমত পুরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রথম ব্যাচের মহিলাদের ম্যাডাম যত্নের সাথে হাতে-কলমে কেক ও পেস্ট্রি তৈরি শেখাচ্ছেন।

টাকা নিয়ে উজ্জ্বলা গ্যাস দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপি নেতা

জলপাইগুড়ি: প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় টাকা নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে বিজেপির আইটি সেলের এক নেতাকে। ধৃত ব্যাক্তির নাম দীপঙ্কর দাস, তিনি জলপাইগুড়ির বেলাকোবার বাসিন্দা । যদিও ধৃতের দাবি, তাঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। তবে ঘটনার তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে নিয়েছে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ।

রাজগঞ্জ থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি বেলাকোবার বাসিন্দা প্রকাশ দাস নামে এক ব্যক্তি উজ্জ্বলা গ্যাস নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। এর পর স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপির আইটি সেলের কর্মী দীপঙ্কর দাস প্রকাশকে জানান তাঁর গ্যাসটি চলে এসেছে । গ্যাসটি তাঁকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। সেই মত গ্যাস আনতে গেলে দীপঙ্কর প্রকাশের কাছ থেকে ১২০০ টাকা দাবি করে বলে অভিযোগ। তাঁর পাশাপাশি বেআইনিভাবে গ্যাস সিলিন্ডার মজুত করে রাখারও অভিযোগ রয়েছে দীপঙ্কর দাসের বিরুদ্ধে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ১১ জুলাই তাকে জলপাইগুড়ি জেলা ও দায়রা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশের তরফে তাকে ১৪ দিনের জন্য হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। তবে আদালতে বিচারক অভিযুক্তের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিষয়ে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, “দীপঙ্কর দাস বিজেপির আইটি সেলের নেতা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি গ্যাস ডিলার না হয়েও বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস সিলিন্ডার মজুত রেখে দিয়েছিলেন। বিনামূল্যে সরবরাহ করা গ্যাসের জন্য টাকার বিনিময়ে কানেকশন দিতেন। তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলে স্থানীয়রা।”

পাহাড়ে শান্ত পরিবেশ বজায় রেখে কাজ করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দার্জিলিং: সম্প্রতি নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে জয়ের ফল প্রকাশিত হয়েছে পাহাড়ে। সূচনা হয়েছে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের। জয় লাভের কারণে ফল প্রকাশের পর থেকেই জল্পনা ছিলই জিটিএ শপথে পাহাড়ে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কথা মতো ১২ জুলাই পাহাড়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জিটিএ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একাধারে যেমন পাহাড়ের উন্নয়ন এবং অগ্রগতির কথা বলেছেন তিনি, অন্যদিকে সেখানে শান্তি নষ্ট হতে দেবেন না, এমনও দাবি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে, পাহাড়বাসীকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, তিনি পাহাড়ে আসেন ভালবাসতে, দখল নিতে নয়।

জিটিএ-র অনুষ্ঠানে মমতা বলেন, পাহাড়ে তিনি কাউকে কোনও গড়বড় করতে দেবেন না। পাহাড় শান্ত থাকলে উন্নয়ন হবে, অর্থনীতি বাড়বে। নতুন নতুন হোমস্টে’র উদাহরণ দেন মমতা। বলেন, একটা হোমস্টে হলে কত আয় হয় সেটা দেখলেই বোঝা যাবে।

এর পাশাপাশি তিনি পাহাড়ের নির্বাচন নিয়েও কথা বলেন। জানান, এত শান্তিপূর্ণ নির্বাচন তিনি পাহাড়ে আগে দেখেননি। পাহাড়ের মানুষ যা পারেন তা অন্য কেউ পারে না। এই বলেই তিনি সকলের কাছে আশ্বাস চান যাতে তারা কেউ পাহাড় অশান্ত হতে না দেয়।

সম্প্রতি নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার অনীত থাপা। নির্বাচনে তাঁর দল পেয়েছে ২৭টি আসন এবং বোর্ড গঠন করছে। প্রসঙ্গত, ১০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৫ টি আসনে জিতেছে তৃণমূল, তার মধ্যে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী বিনয় তামাং।

‘তেরা ছালাভা’ - বিশিষ্ট অভিনেতাদের সমন্বিত একটি ক্রাইম থ্রিলার

কলকাতা: হাঙ্গামা ডিজিটাল মিডিয়ার মালিকানাধীন একটি শীর্ষস্থানীয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হাঙ্গামা প্লে চালু করল এর নতুন হিন্দি অরিজিনাল অ্যান্থলজি সিরিজ - ‘তেরা ছালাভা’। এটি একটি ক্রাইম থ্রিলার সিরিজ যাতে রয়েছেন ইন্ডাস্ট্রির বহু বিখ্যাত নাম, যেমন কবিতা কৌশিক, সন্দীপা ধর, মণীশ গোপলানি, অন্বেশি জৈন, সমীক্ষা বাটনাগর, অমিত ভেল, ধীরাজ তোতলানি, আভাস মেহতা, বেদিকা ভান্ডারী এবং অর্চনা ভেদনেকার। এটিতে রয়েছে ভালোবাসা, প্রতারণা ও খুনের টানাপোড়েন যুক্ত অনন্য পাঁচটি কাহিনি। এই পাঁচটি

কাহিনির পরিচালক আলাদা এবং তাঁরা হলেন কবির সদানন্দ (জলপরী) এবং (গুলাবো), প্রবাল বরুয়া (হ্যাপি অ্যানিভার্সারি), দীপক সুনীল প্রসাদ (ওহ বেবি) ও রাজিন্দার সিং পুল্লের (কশমাকাশ)।

'তেরা ছালাভা' এমন পাঁচটি অস্বাভাবিক গল্প নিয়ে এসেছে যেখানে ভালোবাসা হল ধ্বংসের দ্বার। সে একজন পতিতা হোক না কেন, যিনি জীবনকে নতুন করে শুরু করার জন্য যা খুশি করতে চান, বা এক দম্পতি তাঁদের প্রথম গর্ভাবস্থা উদযাপন করছেন এবং পাশাপাশি সামলাচ্ছেন নাস্তিকতা, কিংবা একজন স্বামী তাঁর স্ত্রীকে অবাক করার জন্য নিজেকে ছাপিয়ে যান তাঁদের বিবাহবার্ষিকীতে, অথবা একজন প্রখ্যাত মিউজিশিয়ান তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন, কিংবা একজন সফল উপন্যাসকার যিনি না-জেনে তাঁর নিজস্ব ধ্বংসের কথা লিখে শেষ করেন, এই সব কাহিনি বর্ণনা করেছে ভালোবাসার জটিল আখ্যান। এটি সার্বজনীন আবেগের অন্ধকার দিকগুলি তুলে ধরেছে।

হাঙ্গামা ডিজিটাল মিডিয়ার সিইও সিদ্ধার্থ রায় বলেছেন, “তেরা ছালাভা শোটি নিয়ে এসেছে ভালোবাসার পৃথক একটি দৃষ্টিভঙ্গি। কাহিনিগুলো উত্তেজক, টানটান ও রোমাঞ্চকর যার সঙ্গে রয়েছে অপ্রত্যাশিত মোচড় ও প্রতিশ্রুতিময় প্রতিভা। আমরা এই ধরনের কিছু দুর্দান্ত কাহিনি ও শো দিয়ে আমাদের ক্যাটালগ সম্প্রসারণ করতে চাই।"

কোচবিহারের সংস্কৃতি জগৎ এ আত্মপ্রকাশ করল সাগ্নিক

পার্থ নিয়োগী

সম্প্রতি কোচবিহারের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করল নতুন এক সাংস্কৃতিক সংস্থা সাগ্নিক। এই উপলক্ষে কোচবিহার সাহিত্যসভা প্রেক্ষাগৃহে একটি মনজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অধ্যাপক রাতুল ঘোষের হাত দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা। শঙ্খশুভ্র মুখার্জির কণ্ঠের সংগীত ছিল শ্রুতিমধুর। বৈশাখ কে আমন্ত্রন জানিয়ে শতাব্দী বর্মনের গান সকলের প্রশংসা আদায় করে নেয়। ভাল লাগে দীপা কর্মকার ও অভিষেক রায়ের গানের অনুষ্ঠান। উপরের উল্লেখিত চার শিল্পীর সমবেত গানের অনুষ্ঠানে এক অন্যমাত্রা আনে। এরই মাঝে একঝাক খুদে শিল্পীর সমবেত গান ছিল প্রশংসাযোগ্য।

কোচবিহারের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী সন্দীপন চন্দ্রের পরিবেশিত গান হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তাকে তবলায় যোগ্যভাবে সংগত দেন যুগল মাহাত। আর সবশেষে বিশেষ আকর্ষন হিসেবে ছিল কোচবিহার বর্ননা গোষ্ঠীর হাসির নাটক ‘গুরুচ্যালা সংবাদ’।

রাজ আমলের স্মৃতি আগলে আজও কোচবিহারের উন্নয়নের স্বপ্নে কাজ করে চলেছেন শ্রীচাঁদ জৈন

পার্থ নিয়োগী

রাজস্থানে জন্ম তার। প্রাথমিক শিক্ষা সেখানেই। তারপর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন বেনারস থেকে। এরপর বাবার ব্যবসার সূত্রে চলে আসেন কোচবিহারে। আর তখন থেকেই কোচবিহার কে ভালোবেসে এখানকার মাটির সন্তান হয়ে ওঠেন শ্রী চাঁদ জৈন। ভর্তি হন কোচবিহারের এবিএন শীল (তৎকালীন ভিক্টোরিয়া কলেজ) কলেজে। পাশাপাশি গিয়ে বসতেন কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারে বাবার কাপড়ের দোকানে।

শ্রী চাঁদ বাবুর কথাতেই জানা গেল কোচবিহার রাজবাড়ির উল্টোদিকে ছিল দুই মারোয়ারি ব্যবসায়ীর বাড়ি। সেই বাড়ি দুটি বড়কুঠি ও ছোটকুঠি নামে পরিচিত ছিল। সেই ছোটকুঠির ব্যবসায়ীর আমন্ত্রনে শ্রী চাঁদ বাবুর বাবা আসেন কোচবিহারে ব্যবসা করতে। ভবানীগঞ্জ বাজারের কাপড়ের দোকানই ছিল তাদের কোচবিহারে প্রথম পারিবারিক ব্যবসা। কিন্তু তরুণ শ্রী চাঁদ বাবুর সেই কাপড়ের দোকানের ব্যবসা ভাল লাগছিলনা। ভাবছিলেন নতুন কি ব্যবসা করা যায় ? সেই সময় কোচবিহারে ছিল টিনের বিশাল চাহিদা। তা দেখেই তিনি শুরু করলেন টিনের ব্যবসা। সেসময় পন্য পরিবহন ব্যবস্থা খুব একটা ভাল ছিলনা। ফলে বাইরে থেকে ট্রাক ভাড়া করে টিন আনতে লেগে যেত প্রচুর খরচ। আর সেই খরচ থেকে বাচতেই বেশ কিছু ট্রাক কিনে আনলেন তিনি। আর টিনের পাশাপাশি তিনি ট্রাক দিয়ে শুরু করলেন পন্য পরিবহনের ব্যবসা।

এভাবেই বাড়তে লাগল তার ব্যবসার পরিধি। এভাবেই কোচবিহার রাজ পরিবারের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যেহেতু বিমানের টিকিটের সেসময় কোচবিহারের একমাত্র ট্রাভেল এজেন্ট ছিলেন শ্রীচাঁদ বাবু। ফলে কোচবিহার থেকে কলকাতা বা অন্য কোথাও বিমানে করে যেতে হলে মহারাজা জগদ্বীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর নিজেই ফোন করে টিকিটের ব্যবস্থা করতে বলতেন শ্রীচাঁদ বাবুকে। এমন দিন গেছে হয়ত খুব দ্রুত কলকাতা পৌছতে হত মহারাজা কে। কিন্তু সেই সময় কোন যাত্রীবাহি বিমান নেই। তখন মাল পরিবহনের কার্গো বিমানে খোদ পাইলটের পাশে ককপিটে করে কলকাতা গেছেন। এভাবেই কোচবিহারের রাজপরিবারের খুব ঘনিষ্ট মানুষ হয়ে উঠে ছিলেন তিনি।

কোচবিহারের মহারাজা জগদ্বীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর ঘোড়ায় চড়ে রাজবাড়ি থেকে তার বাড়ির সামনে দিয়ে নীলকুঠির সাহেবের সাথে দেখা করতে যেতেন সেই স্মৃতি এখনও তার উজ্জ্বল। ব্যবসার জন্য মহারাজা শ্রীচাঁদ বাবুকে বিভিন্ন প্রান্তে জমি দিয়ে ছিল। গায়েত্রী দেবীর সাথেও তার খুব ভাল পারিবারিক সম্পর্ক। জয়পুরে শ্রীচাঁদ বাবুর নাতনির বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং গায়েত্রী দেবী। গায়েত্রী দেবীর প্রতি তার এতটাই শ্রদ্ধা যে নিজের অফিসের চেম্বারে তিনি একমাত্র গায়েত্রী দেবীর ছবি রেখেছেন।কোচবিহারের জন্য সামাজিকভাবে কিছু করার তাগিদ প্রথম থেকেই ছিল শ্রীচাঁদ বাবুর মধ্যে। কোচবিহারে মহারাজা জগদ্বীপেন্দ্র নারায়ণ কোচবিহার রেডক্রস সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে মহারাজার মৃত্যুর পর কোচবিহার রেডক্রস সোসাইটির দায়িত্ব হাতে পেয়ে সেই সংস্থাকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যান। কোচবিহারের সেন্ট জন্স এম্বুলেন্স সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। পরবর্তীকালে এই সেন্টজন্স সোসাইটির হাত ধরে কোচবিহারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ এম্বুলেন্স পরিষেবা পেয়ে আসছে। সেন্টজন্স সংস্থার হয়ে কোচবিহারে ব্লাড ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাতেও অগ্রনী ভূমিকা নেন শ্রী চাঁদ জৈন। শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নতিতেও পিছিয়ে নেই তিনি। প্রতিষ্ঠা করেছেন সিবিএসসিই মাধ্যমের উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল। লায়েন্স ক্লাবের সামাজিক কর্মকান্ড কোচবিহারে শুরু হয় তার হাত ধরেই। কোচবিহারের সাধারন মানুষ যাতে উন্নত মানের চোখের চিকিৎসা খুব কম খরচে করাতে পারে এইজন্য তিনি কোচবিহার শহর সংলগ্ন নিজের জমি লায়েন্স চক্ষু হাসপাতাল কতৃপক্ষ কে দান করেছেন। সেখানে ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে লায়েন্স চক্ষু হাসপাতাল।

তবে তাকে খুব কষ্ট দেয় কোচবিহারের রাজআমলের বিমানবন্দর টি চালু না হওয়ার জন্য। এই বিমানবন্দরের সাথে একটা সময় তার জড়িয়ে ছিল বহু স্মৃতি। ব্যবসার পাশাপাশি সমানতালে এত সামাজিক কান্ড করেন কেন ? প্রশ্ন শুনে চেনা হাসিমুখে বলেন আমাদের দেশের সাধু সন্তরা বলেন কেবল নিজের জন্য উপার্জন করাটা হচ্ছে স্বার্থপরতা। পারিপার্শ্বিক সমাজ ও মানুষের প্রতিও আমাদের দায়বদ্ধতা আছে। তাই নিজের উপার্জনের একটা অংশ সমাজের কাজে ব্যয় করেন তিনি। তবে সামাজিক কাজ করলেও নিজেকে কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত করেন নি । আসলে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হলেই যে অন্য দলের লোকদের বিরুদ্ধে বলতে হবে। আর সেটা তার একদম না পসন্দ। কেননা তিনি সবাইকে নিয়েই কাজ করতে ইচ্ছুক।

এখন বয়সের জন্য আগের মত ছোটাছুটি করতে পারেননা। তাই বলে কোচবিহারের সামাজিক কাজ নিয়ে তার এতটুকুও খামতি নেই। তবে একটা আক্ষেপ তার গলায় উঠে এল যে আগের মত মানুষ এখন আর তার খোঁজ রাখেননা। তবে তিনি পূর্বোত্তরকে ধন্যবাদ দিলেন যে এই পত্রিকা তাকে মনে রেখেছে বলে। আসলে পূর্বোত্তর ও যে চায় শ্রীচাঁদ জৈনের মত মানুষের কথা আরও বেশী করে জানুক আগামী প্রজন্ম।

রবীন্দ্র নজরুল স্মরনে বাকসাড়া টিউটোরিয়ালের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ

পার্থ নিয়োগী

সম্প্রতি হাওড়া বাকসাড়া টিউটোরিয়ালের ছাত্র ছাত্রীরা মিলে পালন করল ‘শ্রদ্ধার্ঘ্য রবি ও কাজী’ শীর্ষক রবীন্দ্র- নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠান। অর্পিতা চৌধুরীর সুন্দর উদ্বোধনী সংগীতের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা। রবীন্দ্র ও নজরুল সংগীতে একে একে মুগ্ধতার সৃষ্টি করে কনিষ্কা ঘোষাল,শ্রেয়া মৌলিক,পূর্বাশা পাঠক,শ্রীজা দাস ও সৃজা ঘোষ দস্তিদার প্রমুখ। অর্পিতা চৌধুরী ও দেবিকা মুখার্জির কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতার আবৃত্তির অনুষ্ঠান এক অন্যমাত্রা আনে। এরপর ‘কাদম্বরী’ নাটক মঞ্চস্থ

করে নিজেদের অসাধারন অভিনয় দক্ষতা তুলে ধরেন বাকসাড়া টিউটোরিয়ালের ছাত্র ছাত্রীরা। এরমধ্যে রিমা বণিক, প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, বৃষ্টি আরণ ,আদিত্য দে সরকারের অভিনয় দাগ কাটে মনে। ব্যাকগ্রাউন্ড ভয়েজে ছিলেন অমিতা দাশগুপ্ত। যন্ত্রানুসঙ্গে গিটারে ছিলেন সৌম্যজিৎ বসাক এবং সিন্থেসাইজারে ছিলেন নিলয় পোরেল। এদিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের অসাধারন এক ছবি অঙ্কন করেন বর্ণশ্রী সাঁতরা । সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষহাতে পরিচালনা করেন অমিতা দাশগুপ্ত। সবমিলিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল সত্যিই সুন্দর।

বই রিভিউঃ ‘জীবনের উপলব্ধিতে কবিতার সাতকাহন’

পার্থ নিয়োগী

নিস্তব্ধ ডুয়ার্সের সবুজ চা বাগান আর অরণ্যের মাঝদিয়ে যাওয়া রেল লাইন দিয়ে হটাৎ করে হুইসেল বাজিয়ে চলে যাওয়া ট্রেনের আওয়াজে চমকে উঠতে হয় অনেক সময়। ঠিক শহর কলকাতার থেকে বহুদুরে কোন এক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সেই ট্রেনের হুইসেলের মত করে সাহিত্য ক্ষেত্রেও অনেকের কবিতা পড়ে চমকে উঠতে হয়। তেমনই একজন হলেন পৌলমী গঙ্গোপাধ্যায়। বাচিক শিল্পী হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করলেও কবিতা লেখাতেও তিনি সমানভাবে সাবলীল। তার বড় প্রমান তার সদ্য প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ “ কবিতার সাতকাহন’। পাতা উল্টাতেই চোখে ধরা দেয় মা,বাবার প্রতি পৌলমীর তীব্র মমত্ববোধ। স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন মা,বাবাকে। এমনকি প্রথম কবিতা দুটোই তার লেখা মা,বাবাকে নিয়ে। অরণ্যময় ডুয়ার্সের ছোট্ট জনপদ হ্যামিলটনগঞ্জের মেয়ে সে। স্বাভাবিকভাবে ডুয়ার্সের ভৌগলিক রুপ তারমনের অনেকটা অংশ জুরে আছে। আর সেটা যেন আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তার ছবির ডুয়ার্স,আমার প্রকৃতি,গ্রাম এর মত কবিতায়। শব্দ কবিতার প্রথম লাইন ‘ অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে আমি শব্দ তৈরি করি’ বুঝিয়ে দেয় নিজের উপলব্ধি আর ভাবনা মিলিয়ে পৌলমীর অক্ষরের বিস্তার অনেকটা জুড়ে। তাই জীবনের সম্পর্ক,প্রেম, বিচ্ছেদ নিয়ে তার লেখা কবিতাগুলি একবারের জন্য হলেও পাঠককে ভাবায় জীবনের এই অংশগুলো নিয়ে। শান্ত ডুয়ার্সে বসে তার ভাবনার বিস্তার যেন আজকের ব্যস্ততার চেনা ছকের বাইরে গিয়ে একটু অন্যরকম। সেজন্যইতিনি লিখেছেন ‘চড়ুই পাখি আর বটগাছের প্রীতি/ এক সকাল রহস্য উপহার দেয় জলদাপাড়ায়’। আজকের দিনে ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন দিবসের নামে চলে যেখানে ভালবাসার বিকিকিনি। সেখানে তিনি অনুভব করেন মূর্তি নদীর সোঁদা গন্ধ। আসলে মূর্তির প্রতি এ ভালবাসার যে কোন বিকিকিনি হয়না কারন এ

ভালোবাসা এক ডুয়ার্স কন্যার জন্মগত আত্মীক এক টান। তার এই প্রথম কাব্যগ্রন্থের মোট ৪০ টি কবিতাই পাঠক কে কোথাও না কোথাও ছুঁয়ে যাবেই। প্রায় প্রতিটি কবিতার সাথে থাকা ছবি পছন্দেও আছে যত্নের ছাপ। সব মিলিয়ে এটা বলাই যায় পৌলমী বাংলা কবিতার জগতে আগামীতে এক বড় নাম হয়ে উঠবে নিজের কলমের দক্ষতায়।

প্রাইম মেম্বারদের জন্য অ্যামাজনের ডিসকভার জয়

শিলিগুড়ি: ডিসকভার জয়-এর মাধ্যমে অ্যামাজন ভারতে তার প্রাইম মেম্বারদের সাহায্য করার জন্য বার্ষিক প্রাইম ডে অর্থাৎ দুই দিনের একটি ব্লকবাস্টার অফার এনেছে। এই অফারটি শুরু হবে ২৩ জুলাই মধ্যরাত থেকে এবং চলবে ২৪ জুলাই পর্যন্ত। এই 'ডিসকভার জয়'-এর মাধ্যমে অ্যামাজন তার প্রাইম মেম্বারদের জন্য সর্বোত্তম ডিল এবং ক্যাটাগরি জুড়ে সঞ্চয় অফার করবে। উল্লেখ্য, দুইদিনের এই বার্ষিক প্রাইম ডে-তে স্মার্টফোন, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, টিভি, অ্যাপ্লায়েন্স,

ফ্যাশন ও সৌন্দর্য, মুদি, আমাজন ডিভাইস, বাড়ি ও রান্নাঘর, আসবাবপত্র থেকে শুরু করে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং আরও অনেক কিছুর ওপর অ্যামাজনের প্রাইম সদস্যরা সেরা বিনোদনের সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন।

এই বার্ষিক প্রাইম ডে-এর মাধ্যমে অ্যামাজন অ্যামাজন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের (এসএমবি) প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে। শুধু তাই নয় কয়েক লক্ষ্য বিক্রেতা, নির্মাতা, স্টার্ট-আপ এবং ব্র্যান্ড, মহিলা উদ্যোক্তা, কারিগর, তাঁতি এবং স্থানীয় বিক্রেতাদের দ্বারা অফার করা পণ্যগুলির জন্য গ্রাহকের চাহিদা তৈরি করতেও সহায়তা করবে।

প্রাইম অ্যান্ড ফিলফিলমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স, অ্যামাজন ইন্ডিয়ার পরিচালক- অক্ষয় সাহি বলেন, ভারতে আমাদের এটি ষষ্ঠ প্রাইম ডে। আমরা গ্রাহকদের মূল্য এবং সুবিধা নিয়ে আসার জন্য ক্রমাগত সচেষ্ট।

টাইপ-২ ডায়াবেটিসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ফিক্সড ডোজ

কলকাতা: ভারতে টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে সিটাগ্লিপটিন এবং এর ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন (এফডিসিএস) চালু করেছে গ্লেনমার্ক। এসআইটিএজেডআইটি ব্র্যান্ডের অধীন সিটাগ্লিপটিন ভিত্তিক ওষুধের ৮টি ভিন্ন সংমিশ্রণ এবং ভেরিয়েন্ট লঞ্চ করেছে।

গ্লেনমার্কের এসআইটি এজেডআইটি এবং এর রূপগুলি টাইপ-২ ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য সিটাগ্লিপটিনের অ্যাক্সেসযোগ্যতা বাড়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সিটাগ্লিপটিন এবং এর নির্দিষ্ট মাত্রার সংমিশ্রণে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ঝুঁকি কম থাকে, বিটা কোষ সুরক্ষা প্রদান করে, কার্ডিও-রেনাল সুবিধা প্রদান করে এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নিরাপদ। সিটাগ্লিপটিনকে ডিপিপি৪ ইনহিবিটর থেরাপিতে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অণু হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

২০১৫ সালে, গ্লেনমার্ক তার ডিপিপি৪ ইনহিবিটর - টেনেলিগ্লিপটিন লঞ্চ করে। যা সেই সময়ে ভারতে উপলব্ধ অন্যান্য ডিপিপি৪ ইনহিবিটরগুলির তুলনায় প্রায় ৫৫% কম ছিল। ২০২০ এবং ২০২১ সালে গ্লেনমার্ক বিশ্বের প্রথম কোম্পানি হিসেবে যথাক্রমে re-mogliflozin + vildagliptin FDC এবং remogliflozin + vildagliptin + metformin FDC চালু করে। ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের (আইডিএফ) রির্পোট অনুসারে ২০২২ সাল পর্যন্ত ভারতে প্রায় ৭৪ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবেন।

স্যানি ভারত সাজ্ঘভি মুভার্স লিমিটেডকে ক্রলার ক্রেন সরবরাহ করেছে

কলকাতা: ভারতের বৃহত্তম ক্রেন প্রস্তুতকারক স্যানি ভারত সাংঘভি মুভার্স লিমিটেডকে ভারতের বৃহত্তম ক্রলার ক্রেন, স্যানি এসসিসি৮০০০এ ৮০০ টন ক্রলার ক্রেনের ৪ ইউনিট সরবরাহ করে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন অর্জন করেছে। ভারতের বৃহত্তম হোস্টিং সলিউশন কোম্পানির মধ্যে বিশ্বব্যাপী ৬তম বৃহত্তম কোম্পানি হল সাজ্ঘভি মুভার্স লিমিটেড, যার কাছে একাধিক সেক্টর জুড়ে মূল অবকাঠামো প্রকল্পগুলির জন্য রেন্টাল সলিউশন প্রদান করার জন্য প্রায় ৬০টি স্যানি ক্রলার ক্রেন, ট্রাক ক্রেন এবং সমস্ত টেরেন ক্রেন থাকবে।

এই ক্রলার ক্রেনের চাবিগুলি পুনেতে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে হস্তান্তর করা হয়েছিল যেখানে উপস্থিত ছিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ঋষি সংঘভি, জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিএফও মিঃ শাম কাজলে, সাংঘভি মুভার্স লিমিটেডের এসএমএল গ্রুপ প্রোমোটার শ্রীমতি মিনা সাজ্ঘভি এবং অ-নির্বাহী মহিলা পরিচালক মিসেস মৈথিলী সাজ্ঘভি। স্যানি ভারত থেকে, মিঃ দীপক গর্গ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মিঃ ডসন ঝু, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, মিঃ ধীরজ পান্ডা, চিফ অপারেটিং অফিসার উভয় কোম্পানির সিনিয়র নেতৃত্ব দল সহ উপস্থিত ছিলেন। মিঃ দীপক গর্গ ১৯৮৯ সালে তাদের সূচনা থেকে সাজ্ঘভি মুভার্স এবং এবং স্যানি গ্রুপের প্যারালাল গ্রোথের পথ আউটলাইন করেছেন।

এসসিসি৮০০০এ-কে মেগা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্ট যেমন বায়ু শক্তি সিমেন্ট, পেট্রোকেমিক্যালস, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং ভারী ঢালাই শিল্পের প্রায় প্রতিটি অংশের আবেদনের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে কাস্টমাইজ করা হয়েছে। স্যানি ক্রলার ক্রেনস-এ সব ধরনের পরিবেশে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, সর্বোচ্চ নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং নমনীয়তা প্রদান করার সময় চমৎকার নির্ভরযোগ্যতা এবং সর্বোচ্চ অপারেশনাল দক্ষতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো বর্তমানে গুজরাটের একটি বায়ু শক্তি প্রোজেক্টে ব্যবহার করা হচ্ছে।

হিরো ডার্ট বাইকিং চ্যালেঞ্জ

শিলিগুড়ি: 'হিরো ডার্ট বাইকিং চ্যালেঞ্জ' - বিশ্বের বৃহত্তম মোটরসাইকেল ও স্কুটার নির্মাতা হিরোমোটোকর্প তাদের প্রথম দেশব্যাপী এমন ট্যালেন্ট-হান্ট প্রতিযোগিতা ঘোষণা করল। এধরণের ট্যালেন্ট-হান্ট এই প্রথম।

হিরো ডার্ট বাইকিং চ্যালেঞ্জ উদীয়মান রাইডার, বাইকিং উৎসাহী ও অপেশাদার রাইডারদের জন্য এক বহু-প্রতীক্ষিত প্লাটফর্ম গড়ে তুলবে। 'হিরো ডার্ট বাইকিং চ্যালেঞ্জ' দেশের ৪৫টি শহরে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে সেরা অ্যামেচার অফ-রোড রাইডারদের খোঁজ পাওয়া সম্ভব হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও দুইজন রানার্স-আপ পাবেন হিরো এক্সপালস ২০০ ৪ভি মোটরসাইকেল এবং হিরোমোটোকর্পের ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের স্পন্সরশিপ কনট্রাক্ট। হিরো ডার্ট বাইকিং চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণকারীরা সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে 'হিরো মোটোস্পোর্টস টিম র‍্যালি'তে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। সেখানে তাদের পরামর্শ ও কোচিং দেবেন 'হিরো মোটোস্পোর্টস টিম র‍্যালি'র রাইডারগণ। আগ্রহীরা রেজিস্টার করার জন্য ও আরও তথ্য জানতে লগ-ইন করতে পারেন এখানে: www.hdbc.in। নভেম্বর মাসে 'হিরো ডার্ট বাইকিং চ্যালেঞ্জ' টেলিকাস্ট হবে এমটিভি'তে এবং স্ট্রিমিং হবে ভুট-এ।

মারুতি সুজুকির জ্বালানি সাশ্রয়ী এসইউভি নতুন অবতারে 'ব্রেজা'

শিলিগুড়ি: মারুতি সুজুকি নিয়ে এসেছে দেশের জনপ্রিয় কমপ্যাক্ট এসইউভি 'ব্রেজা' – এক সম্পূর্ণ নতুন 'হট অ্যান্ড টেকি' অবতারে। এই গাড়িতে ব্যবহার করা হয়েছে যুগান্তকারী প্রযুক্তি, যার সঙ্গে আছে আরাম, সুবিধা ও নিরাপত্তার নানা আধুনিক বৈশিষ্ট্য।

মারুতি সুজুকি'র ব্রেজাতে রয়েছে নেক্সট-জেন কে-সিরিজ ১.৫লি ডুয়াল ইঞ্জিন, প্রোগ্রেসিভ স্মার্ট হাইব্রিড সিস্টেম-সহ ডুয়াল ভিভিটি ইঞ্জিন, যা ড্রাইভিংকে সহজতর করার পাশাপাশি জ্বালানি সাশ্রয় করে। এরফলে ব্রেজা ১ লিটার জ্বালানিতে ২০.১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে পারে। ব্রেজা পাওয়া যাচ্ছে অ্যাডভান্সড ৬-স্পিড অটোমেটিক ট্রান্সমিশন সুবিধা-সহ। এই গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে ৬টি সিঙ্গল-টোন কলার অপশনে ও ৩টি ডুয়াল_টোন কলারে। ভেরিয়েন্ট অনুসারে মারুতি সুজুকি'র ব্রেজা'র দামের রেঞ্জ ৭,৯৯,০০০ টাকা থেকে ১৩,৯৬,০০০ টাকার মধ্যে।

আসামে আইসিআইসিআই ব্যাংকের ত্রাণ কর্মসূচি

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই ব্যাংক আসামের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে। তাদের এই ত্রাণ কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে আইসিআইসিআই গ্রুপের সিএসআর শাখা 'আইসিআইসিআই ফাউন্ডেশন ফর ইনক্লুসিভ গ্রোথ'-এর মাধ্যমে।

বন্যায় সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত নয়টি জেলায় 'আসাম স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি'র সঙ্গে আলোচনাক্রমে আইসিআইসিআই ব্যাংক প্রায় ২ কোটি টাকার আবশ্যকীয় খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করেছে। পাশাপাশি, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পুণর্নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জিনিসপত্র সরবরাহ

করা হয়েছে। ব্যাংকের এই ত্রাণমূলক কর্মসূচির ফলে ১৩ হাজারেরও বেশি পরিবার উপকৃত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আইসিআইসিআই ব্যাংক বন্যাদুর্গত এলাকাগুলিতে প্রচুর পরিমাণ ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, ক্লোরিন ট্যাবলেট ও স্প্রে মেশিন সরবরাহ করেছে। এছাড়া, বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আইসিআইসিআই ব্যাংক বন্যাপীড়িতদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। এজন্য প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজনের জন্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুইটি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট প্রদান করেছে আইসিআইসিআই ব্যাংক, যাতে ওইসব এলাকায় ওপিডি ক্লিনিক চালানো যায় এবং অসুস্থদের জেলা হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া যায়।

টুইটার কেনার চুক্তি বাতিল

সানফ্রান্সিসকো: টুইটার কেনার ৪৪ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি থেকে সরে আসার ঘোষণা দিয়েছেন টেসলা ও স্পেসএক্স সিইও ইলন মাস্ক।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টুইটারের পক্ষ থেকে ফেক অ্যাকাউন্ট বিষয়ে তথ্য দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ উল্লেখ করে ইলন মাস্ক এ চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেন। এ ছাড়াও, টুইটার চুক্তির একাধিক বিধান লঙ্ঘন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ইলন মাস্কের আইনজীবীর বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, টুইটারকে তাদের প্ল্যাটফর্মের ফেক ও স্প্যাম অ্যাকাউন্টের তথ্য দিতে একাধিকবার অনুরোধ করা হলেও তারা সেটি দিতে ব্যর্থ হয়েছে কিংবা তারা সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে।

গত এপ্রিলে বোর্ড ৪ হাজার ৪০০ কোটি ডলারে প্ল্যাটফর্মটি মাস্কের কাছে বিক্রি করতে রাজি হয়েছিল। এরপর মাস্ককে টুইটারের অভ্যন্তরীণ ডেটার অ্যাক্সেস দেওয়া হয়। কিন্তু মাস্কের দল এখনো টুইটারে কত শতাংশ জাল অ্যাকাউন্ট রয়েছে তা খুঁজে বের করতে পারেনি।

ফ্লিপকার্ট আলিয়া ভাটকে 'ফ্লিপগার্ল' হিসাবে নিয়ে এসেছে

শিলিগুড়ি: ভারতের ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস ফ্লিপকার্ট সারা দেশে লক্ষ লক্ষ গ্রাহকদের জন্য একটি বিশ্বস্ত ই-কমার্স পার্টনার হিসাবে তার যোগাযোগকে শক্তিশালী করেছে। ফ্লিপকার্ট তাদের 'সুপার প্রোডাক্টস অ্যাট সুপার প্রাইসেস উইথ সুপার স্পিড' নীতি পেশ করল জনসমক্ষে। এই সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সকলকে অবগত করার উদ্দেশ্যে এই ব্র্যান্ডের পক্ষ থেকে আলিয়া ভাটকে উপস্থাপিত করা হচ্ছে 'ফ্লিপগার্ল' অবতারে, যিনি ভারতীয় ক্রেতাদের ইচ্ছাপূরণের ক্ষেত্রে 'সুপারহিরো' রূপে ত্রাতার ভূমিকা নেবেন।

নতুন প্রচারাভিযানের লক্ষ্য হল ই-কমার্স ও প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডগুলিকে সকলের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে ফ্লিপকার্টের অঙ্গীকার সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করা, সেগুলিকে দ্রুততর ডেলিভারির মাধ্যমে দেশের সর্বত্র সহজলভ্য করা এবং গ্রাহকদের চাহিদা অনুসারে গন্তব্যে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা। এক মজাদার পন্থায় এই প্রচারাভিযানে এই তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট (যেমন মোবাইল ও ইলেক্ট্রনিক্স, ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল, হোম অ্যাক্সেসরিজ ও বিউটি) সহজেই প্রাপ্তিযোগ্য করা হচ্ছে এবং দেশের সর্বত্র গ্রাহকদের বাড়ির দোরগোড়ায় ডেলিভারি দেওয়া হচ্ছে। ফ্লিপকার্টের সিগনেচার রঙ নীল ও হলুদরঙা অঙ্গাবরণে সজ্জিত হয়ে 'ফ্লিপগার্ল' রূপে আলিয়া তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন যাতে যেকোনও বিপদ এড়ানো যায় ও মানুষকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করা যায়। ম্যাকান ওয়ার্ল্ড গ্রুপের পরিকল্পনা অনুযায়ী ফ্লিপকার্ট সুচিন্তিত ও সুনির্বাচিত বিভিন্ন চ্যানেলে এক ৩৬০ ডিগ্রি প্রচারাভিযানের সূচনা করেছে, যা তাদের আগ্রহী গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে যাবে – বিভিন্ন অঞ্চলে, একাধিক ভাষায়।

ফ্লিপকার্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সাপ্লাই চেইনের প্রধান হেমন্ত বদ্রি বলেছেন, "আমাদের সংহত প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ সাপ্লাই চেইন বিভিন্ন পিনকোড অনুসারে একইদিনে ৯০ মিনিটের মধ্যে এবং পরেরদিন ডেলিভারি প্রদানের নিশ্চয়তা দেবে – দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার গ্রাহককে এ বার্তা জানাচ্ছে ফ্লিপগার্ল উদ্যোগ।"

টয়োটার নতুন ‘আর্বান ক্রুজার হাইরাইডার’

শিলিগুড়ি: ‘আর্বান ক্রুজার হাইরাইডার’ - টয়োটা কির্লোস্কর মোটর (টিকেএম) নিয়ে এলো তাদের এই নতুন গাড়ি, যা হল হল টয়োটার প্রথম সেলফ-চার্জিং স্ট্রং হাইব্রিড ইলেক্ট্রিক এসইউভি। ভারতে বি-এসইউভি সেগমেন্টেও এমন গাড়ি এই প্রথম এলো।

বেস্ট-ইন-ক্লাস ফুয়েল এফিসিয়েন্সি দেবে আধুনিক স্টাইল ও অ্যাডভান্সড টেকনোলজি সমৃদ্ধ টয়োটা আর্বান ক্রুজার হাইরাইডার। পাসাপাশি থাকবে টপ পারফর্ম্যান্স। এই সেলফ-চার্জিং স্ট্রং হাইব্রিড ইলেক্ট্রিক ভেহিকেলে (এসএইচইভি) রাখা হয়েছে ২ডব্লুডি ই-ড্রাইভ ট্রান্সমিশন। ১.৫লিটার কে-সিরিজ ইঞ্জিন (নিও ড্রাইভ-যুক্ত), ৫-স্পিড ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন ও ২ডব্লুডি ও ৪ডব্লুডি অপশন-সম্পন্ন ৬-স্পিড অটোমেটিক ট্রান্সমিশন-সহও পাওয়া যাবে গাড়িটি।

সাতটি মোনোটোন ও চারটি ডুয়াল টোন কলারে পাওয়া যাবে টয়োটা আর্বান ক্রুজার হাইরাইডার, যেমন কেভ ব্ল্যাক, স্পোর্টিং রেড, স্পিডি ব্লু, এনটাইসিং সিলভার, কাফে হোয়াইট, গেমিং গ্রে ও মিডনাইট ব্ল্যাক। ডুয়াল টোনের ক্ষেত্রে ব্ল্যাক রুফ-সহ কলার অপশন: কাফে হোয়াইট, স্পোর্টিং রেড, এনটাইসিং সিলভার ও স্পিডি ব্লু। আগ্রহী ক্রেতারা এই গাড়ির বুকিং করতে পারেন অনলাইনে (www.toyotabharat.com/online-booking/) অথবা নিকটবর্তী টয়োটা ডিলারশিপ থেকে।

টয়োটা ‘আর্বান ক্রুজার হাইরাইডার’-এর সঙ্গে রয়েছে ৩বছর/ ১০০,০০০কিলোমিটারের ওয়ারেন্টি, যা ৫বছর/ ২২০,০০০কিলোমিটার অবধি বৃদ্ধিযোগ্য। এছাড়া রয়েছে ৩ বছরের ফ্রি রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স, আকর্ষণীয় ফিনান্সিয়াল স্কিম এবং হাইব্রিড ব্যাটারির ওপর ৮বছর/ ১৬০,০০০ কিলোমিটার ওয়ারেন্টি।

শপসি ভারতে তার লঞ্চের সফল এক বছর চিহ্নিত করেছে

হাওড়া: ফ্লিপকার্টের সোশ্যাল কমার্স প্ল্যাটফর্ম শপসি ভারতে চালু হওয়ার এক বছর পূর্ণ করেছে। এটি ২০২১ সালের জুলাই মাসে চালু করা হয়েছিল, শপসি স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য বোর্ডে আসা এবং সমগ্র ভারতে উদ্যোক্তাতার চেতনাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা সহজ করে তুলেছে। ফ্যাশন, বিউটি, মোবাইল, হোম এবং আরও অনেক কিছু জুড়ে শপসির ১৫০ মিলিয়ন প্রোডাক্ট সহ ২.৫ লক্ষেরও বেশি বিক্রেতা-বেস রয়েছে। এটি প্রতিটি ছোট শহর এবং টাউনে উচ্চ স্তরের নির্ভরযোগ্যতা এবং পৌঁছানো নিশ্চিত করে। ২০২২ সালে শক্তিশালী বৃদ্ধির দ্বারা উত্সাহিত, শপসি একটি স্থির গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গত ছয় মাসে, এটি বিক্রি হওয়া ইউনিট গুলিতে ২.৭ গুন বৃদ্ধি এবং মাসিক নতুন গ্রাহক বেসে ৪ গুন স্পাইক রেকর্ড করেছে। বর্তমানে শপসির গ্রাহকদের প্রায় ৭০% টায়ার ২ এবং শহরগুলির বাইরে থেকে এসেছেন।

প্রকাশ সিকারিয়া, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, গ্রোথ অ্যান্ড মনিটাইজেশন, ফ্লিপকার্ট, বলেছেন, “আমরা আমাদের যাত্রায় অগ্রগতির সাথে সাথে, আমরা ভারতের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ডিজিটাল বাণিজ্য সক্ষম করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি, যাতে কেনাকাটা সকলের জন্য সহজলভ্য এবং সুবিধাজনক হয়।”

শপসি অনেক উদ্যোক্তা মহিলা ছাড়াও সারাদেশ থেকে প্রস্তুতকারক, কারিগর এবং তাঁতিদের সাথে নিবন্ধিত লক্ষ লক্ষ বিক্রেতাদের জন্য একটি শক্তিশালী শক্তি হয়েছে, এটি তাদের প্লাটফর্মে যোগদান করতে এবং নির্বিঘ্নে তাদের উদ্যোক্তা যাত্রা শুরু করতে উত্সাহিত করে।

সিঙ্ক্রোনির ওয়ার্ক ফর্ম হোম শুরু ২৭ জুন

কলকাতা: শীর্ষস্থানীয় আর্থিক পরিষেবা সংস্থা সিঙ্ক্রোনি তার সমস্ত কর্মচারীদের জন্য বাড়ি থেকে স্থায়ী কাজের বিকল্প ঘোষণা করেছে। যতদিন পর্যন্ত কর্মচারীদের টিকাকরণ সম্পূর্ণ না হয় ততদিন পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে এই বিকল্প পরিষেবা চালু থাকবে। সিঙ্ক্রোনির এই সিদ্ধান্ত কর্মক্ষেত্রে একটি অনুকূল কাজের পরিবেশ তৈরি করবে। যা কর্ম-জীবনের ভারসাম্যের সাথে আপোস না করে কর্মক্ষেত্রে তাদের সেরাটা দিতে উৎসাহিত করবে। উল্লেখ্য,২৭ জুন থেকে এই নীতি কার্যকর হবে।

synchrony

হায়দ্রাবাদের সিঙ্ক্রোনির প্রধান কার্যালয় সম্পূর্ণরূপে টিকাপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য উন্মুক্ত। উল্লেখ্য, এটি কোম্পানির এনগেজমেন্ট কৌশলের একটি কেন্দ্রীয় বিন্দু। সিঙ্ক্রোনি তার সমস্ত কর্মচারীদের বাড়ি থেকে কাজ করার সুবিধাসহ হায়দ্রাবাদ ও তার বাইরে আঞ্চলিক এনগেজমেন্ট হাব চালু করেছে। এই এনগেজমেন্ট হাবগুলি এমন কর্মীদের জন্য নিয়মিত সংযোগের সুযোগ প্রদান করবে যারা বাড়ি থেকে ১০০শতাংশ বিকল্প কাজের সুযোগ বেছে নিয়েছেন। বলাবাহুল্য, কোম্পানিটি সম্প্রতি ২০২২ সালে গ্রেট প্লেস টু ওয়ার্ক ইন্ডিয়া থেকে শীর্ষ ৩০টি বিএফএসআই স্বীকৃতি পেয়েছে। এশিয়ার এসভিপি, হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যাঞ্জি অ্যালেন বলেন, এই সিদ্ধান্তটি আমাদের কর্মী ও ব্যবসাকে উপকৃত করবে।

অগ্নিবীর কোর্স মেটেরিয়াল এবার ভি অ্যাপে

শিলিগুড়ি: অগ্নিবীর রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া চালু হচ্ছে চলতি বছরেই, আর সেজন্য আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড (ভি) ভি অ্যাপের ‘ভি জবস অ্যান্ড এডুকেশন’ প্লাটফর্মে অগ্নিবীর কোর্স মেটেরিয়াল যোগ করার কথা ঘোষণা করেছে।

সম্প্রতি, ‘পরীক্ষা’র সহযোগিতায় ভি অ্যাপে ‘ভি জবস অ্যান্ড এডুকেশন’ লঞ্চ করেছে ভি। ‘পরীক্ষা’ হল সকল সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী প্লাটফর্ম, যেখান থেকে চাকরিপ্রার্থীদের পরীক্ষার ব্যাপারে প্রস্তুত হওয়ার জন্য সাহায্য করা হয়। দেরাদুনের ক্যাডেটস ডিফেন্স অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় ‘পরীক্ষা’ বিশেষভাবে অগ্নিবীর টেস্ট সিরিজ তৈরি করেছে। ভি অ্যাপে অগ্নিবীর টেস্ট সিরিজে রাখা হয়েছে ৫টি টেস্ট সিরিজ, যার প্রতিটিতে রয়েছে ১৫টি করে টেস্ট। এগুলি হল – অগ্নিবীর এয়ারফোর্স এক্স গ্রুপ, অগ্নিবীর এয়ারফোর্স ওয়াই গ্রুপ, অগ্নিবীর এয়ারফোর্স এক্স অ্যান্ড ওয়াই গ্রুপ, অগ্নিবীর নেভি এমআর এবং অগ্নিবীর নেভি এসএসআর। আর্মি টেস্ট সিরিজ যুক্ত হবে এমাসের শেষের দিকে।

‘ভি জবস অ্যান্ড এডুকেশন’ প্লাটফর্ম থেকে ভি গ্রাহকরা অগ্নিবীর টেস্ট প্রিপারেশন মেটেরিয়াল ও অন্যান্য সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সহায়তা পাবেন। প্রথম মাসে কোনও বাড়তি ব্যয় ছাড়াই এই সুবিধা পাওয়া যাবে। ট্রায়াল পিরিয়ডের সমাপ্তির পর মাসে ২৪৯ টাকা সাবস্ক্রিপশনের বিনিময়ে তারা এই প্লাটফর্ম থেকে শিক্ষাগ্রহণের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

সোনির ইএস কার অ্যামপ্লিফায়ার লঞ্চ

কলকাতা: সোনি ইন্ডিয়া আজ তার প্রিমিয়াম মোবাইল ইএস কার অ্যামপ্লিফায়ার লাইন-আপ, এক্সএম-৫ইএস, এক্সএম -৪ইএস এবং এক্সএম-১ইএস লঞ্চ করেছে। উল্লেখ্য, এই অডিওগুলি গাড়িতে একটি উচ্চতর বিনোদনের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এক্সএম-১ইএস-এর দাম ৭৫,৯৯০টাকা। যা আগস্ট থেকে বাজারে পাওয়া যাবে। এক্সএম-১ইএস ও এক্সএম -৪ইএস ৬ জুলাই থেকে বাজারে উপলব্ধ। যার দাম ৪৫,৯৯০টাকা।

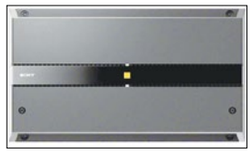

অডিওগুলি উচ্চ-রেজিলিউশন সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় স্টুডিও-মানের শব্দ প্রদান করে। যা বিভিন্ন স্পিকার কনফিগারেশনের সাথে ইএস সিরিজ অত্যন্ত দক্ষ ক্লাস-ডি অ্যামপ্লিফায়ার দিয়ে গাড়ির মধ্যেকার মিউজিক বুস্ট করে। যাতে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আওয়াজ পাওয়া যায়।

সোনি মোবাইল ইএস সিরিজ তার বহু বছরের ডিজিটাল এমপ্লিফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা নিয়ে এসেছে। যার ফলে এই আপোষহীন সাউন্ড কোয়ালিটি সহ একটি কমপ্যাক্ট এবং শক্তিশালী অ্যামপ্লিফায়ার তৈরি সম্ভব হয়েছে। এছাড়া এই অ্যামপ্লিফায়ার গুলিতে হেক্স-কি স্ক্রু৫ সহ উচ্চ-মানের স্পিকার টার্মিনাল থাকায় উচ্চ-মানের শব্দ এবং নিরাপদ সংযোগ প্রদান করে। বিরামহীন সঙ্গীত ইনস্টলেশনের জন্য স্টেরিও বা মনো মোডে চ্যানেলে রয়েছে।

অবন্ত্রা বাই ট্রেন্ডস ২৪ জুন থেকে সবচেয়ে বড় সেল নিয়ে এসেছে

দুর্গাপুর: ‘অবন্ত্রা বাই ট্রেন্ডস’ মহিলাদের জন্য একটি অনন্য অভিজ্ঞতামূলক এথনিক-ওয়্যার ডেসটিনেশন স্টোর। এটি ২৪শে জুন থেকে ৩১শে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ৫০% ছাড় সহ সবচেয়ে বড় এথনিক-ওয়্যার সেল নিয়ে এসেছে। এটি কনটেম্পোরারি ভারতীয় নারীদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা একটি অভিনব ধারণা। সেল-এ পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন ক্যাটাগরির জামা-কাপর, যেমন- শাড়ি, লেহেঙ্গা, ব্লাউজ, কুর্তা, অ্যাক্সেসরিজ, জুয়েলারি, জুতো এবং হ্যান্ডব্যাগ।

স্টোরটি অনবদ্য স্টোর পরিবেশ, সহায়ক পরিষেবা এবং স্ব-পরিষেবার মধ্যে উদ্ভাবনী এবং ফ্লেক্সিবেল রিটেল অভিজ্ঞতা, শাড়ি ড্রেপ স্টাইলিং স্টেশন, নন-শপার লাউঞ্জ, কমপ্লিমেনটারি প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিজ এবং ব্লাউজ সেলাই, শাড়ি ফিনিশিং, রেডিমেড শাড়ি, পিকো এবং ফল সেলাই ছাড়াও অন্য বহু পরিষেবার মাধ্যমে কনটেম্পোরারি ভারতীয় নারীদের শপিং-এর অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে। এটি একটি হলিস্টিক এক্সপেরিয়েনশিয়াল স্টোর এবং বিস্তৃত কমপ্লিমেনটারি প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি সহ মহিলাদের এথনিক-ওয়্যারের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ ডেসটিনেশন। এখানে শাড়ি থেকে শুরু করে সিন্থেটিক্স, ব্লাউজ সহ অন্যান্য ভারতীয় পোশাক, জুয়েলারি, জুতা, অ্যাক্সেসরিজ রয়েছে এবং সুবিধাজনক ইন-স্টোর টেলারিং সার্ভিসও অফার করে।

ফ্লিপকার্টের কিরানা স্টোর প্রোগ্রাম

শিলিগুড়ি: ২০১৯ সালে চালু হওয়া ফ্লিপকার্ট কিরানা স্টোর প্রোগ্রাম ফ্লিপকার্টের নাগালে এনে দিয়েছে অনেক নতুন নতুন এলাকার গ্রাহককে, বিশেষকরে টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরগুলিতে। ফ্লিপকার্টের কিরানা স্টোর প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেশের হাজার হাজার গ্রাহকের বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে তাদের অর্ডার দেওয়া পণ্যসামগ্রী। এছাড়া, পার্টনার হিসেবে যারা কিরানা স্টোর প্রোগ্রামে যুক্ত হয়েছেন তারাও বাড়তি আয়ের সুবিধা ভোগ করছেন।

নিজেদের আয়বৃদ্ধি হতে থাকায় কিরানা পার্টনারদের পক্ষে পরিবারের জন্য বেশি অর্থব্যয়, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা, ঋণ পরিশোধ ও অন্যান্য ব্যক্তিগত ব্যয়নির্বাহ করা অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে।

এক লক্ষেরও অধিক কিরানা পার্টনার ফ্লিপকার্টে যোগ দিয়েছেন ২০২১ সালে। ফ্লিপকার্ট কিরানা ডেলিভারি প্রোগ্রামে যারা যুক্ত হয়েছে তাদের সাফল্যের অনেক কাহিনী রয়েছে। সুবিধা হয়েছে ফ্লিপকার্টের ডেলিভারি প্রদানের ক্ষেত্রেও। এজন্য ফ্লিপকার্টের তরফে কিরানা পার্টনারদের সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে, যাতে তাদের আয়বৃদ্ধি ঘটে। পার্টনারদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রেখেছে ফ্লিপকার্ট।

ব্রণর চিকিৎসায় অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল জেল

কলকাতা: মাঝারি থেকে গুরুতর ব্রণের চিকিৎসার জন্য ভারতের বাজারে টপিকাল মিনোসাইক্লিন ৪% জেল লঞ্চ করল গ্লেনমার্ক। যার ব্র্যান্ড নাম এমআইএনওয়াইএম। এটি একটি শক্তিশালী অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল জেল যা একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি অ্যাকশন প্রয়োগ করে। এটি বর্তমানে উপলব্ধ টপিকাল অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ফর্মুলেশনের তুলনায় সর্বনিম্ন এমআইসি৯০ প্রদান করে।

টপিকাল অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ফর্মুলেশনগুলি হল ব্রণের চিকিত্সার জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত কিছু ওষুধ। গত ৩০ বছরে নতুন টপিকাল ফর্মুলেশন বের না হওয়ায়, বর্তমানে উপলব্ধ টপিকাল অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ফর্মুলেশনগুলির প্রতিরোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান উদ্বেগগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে এই এমআইএনওয়াইএম জেল। যা নয় বছরের বয়স সীমার উর্ধ্বে রোগীরা নিরাপদে ব্যবহার করতে পারবেন।

গ্লেনমার্কের গ্রুপ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং হেড, ইন্ডিয়া ফর্মুলেশনস অলোক মালিক বলেন, আমরা ভারতে প্রথম টপিকাল মিনোসাইক্লিন-ভিত্তিক - এমআইএনওয়াই এম জেল চালু করতে পেরে আমরা গর্বিত।

ইসিএম-বি১০ – সোনি ইন্ডিয়ার নতুন মাইক্রোফোন

কলকাতা: সোনি ইন্ডিয়া একটি নতুন বিমফর্মিং শটগান মাইক্রোফোন, ইসিএম-বি১০ চালু করেছে। ইসিএম-বি১০ বিমফর্মিং টেকনোলজি ব্যবহার করে চারটি হাই-পারফরম্যান্স মাইক্রোফোন ক্যাপসুল দ্বারা সংগৃহীত শব্দে ডিজিটাল সংকেত প্রক্রিয়াকরণ প্রয়োগ করে।

মাইক্রোফোনটি একটি সিঙ্গেল প্রোডাক্টে তিন ধরনের নির্দেশনা অফার করে, যার ফলে ব্যবহারকারী সহজেই সুপার-ডিরেকশনাল, ইউনিডাইরেকশনাল এবং ওমনিডাইরেকশনালের মধ্যে স্যুইচ করতে পারে। এটি কার্যকর নয়েজ সাপ্রেশন সহ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড কালেকশন অফার করে। এটি একটি এমআই শু-এর সাথে সজ্জিত ক্যামেরাগুলির সাথে যুক্ত, বা সেরা ফলাফলের জন্য একটি ডিজিটাল অডিও ইন্টারফেস যুক্ত ক্যামেরা সহ এটি সজ্জিত। এতে আরও রয়েছে এটিটি (অ্যাটেনুয়েটর) সুইচ (০/১০/২০ dB), ফিল্টার সুইচ (সাউন্ড কাট/লো কাট/অফ), অটো/ম্যান (ম্যানুয়াল) সুইচ সহ অডিও লেভেল ডায়াল, ডিজিটাল/এনালগ সুইচ। মাইক্রোফোনটির কমপ্যাক্ট বডি গিম্বল এবং গ্রিপ ব্যবহার করার সময়ও ফ্লেক্সিবিলিটি এবং গতিশীলতা প্রদান করে। এটির ডিজাইন ধুলো এবং আর্দ্রতা প্রতিরোধী, যা একইভাবে ধুলো এবং আর্দ্রতা প্রতিরোধী বডি এবং লেন্সের সাথে মিলিত হলে উদ্বেগমুক্ত আউটডোর শুটিং করার অনুমতি দেয়।

১১ই জুলাই ২০২২ থেকে ইসিএম-বি১০ সমস্ত সোনি সেন্টার, ফ্ল্যাগশিপ স্টোর, সোনি পোর্টাল, অ্যামাজন এবং ভারত জুড়ে প্রধান ইলেকট্রনিক স্টোরগুলিতে ১৯,২৯০ টাকায় পাওয়া যাবে।

দ্বিমুকুট সৌম্যদীপ-সম্প্রীতি, চ্যাম্পিয়ন শতপর্ণী

শিলিগুড়ি ওয়াইএমএ ক্লাবের পরিচালনায় ও বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার তত্ত্বাবধানে ১০ জুলাই আয়োজিত স্টেট রেঙ্কিং স্টেজ-১ প্রতিযোগিতায় দ্বিমুকুট জিতলেন সৌম্যদীপ সরকার ও সম্প্রীতি রায়। সৌম্যদীপ পুরুষদের ফাইনালে হারিয়েছেন জয়ব্রত ভট্টাচার্যকে।

অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের ফাইনালে তাঁর বিরুদ্ধে হেরে যায় কৌশিক ছেত্রী। অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের ফাইনালে সম্প্রীতি জিতেছে মেহেক দাসের বিরুদ্ধে। প্রতীতি পালকে হারিয়ে সম্প্রীতির জিতেছে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের খেতাব। মহিলাদের ফাইনালে অলিম্পিয়ান অঙ্কিতা দাসকে হারিয়ে দেন শতপর্ণী দে।

হকি বিশ্বকাপে বিদায় ভারতের

হকি বিশ্বকাপ স্পেনের কাছে ০-১ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল ভারতীয় মেয়েরা। স্পেনের হয়ে এক মাত্র গোলটি করেন মার্তা সেগু। ভারত সারা ম্যাচে চারটি পেনাল্টি কর্নার পেয়েছিল, তবে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি।

প্রথম কোয়ার্টারে বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও তা থেকে গোল তুলতে ব্যর্থ হয় ভারত। ম্যাচ শেষে অধিনায়ক সবিতা পুনিয়া মন্তব্য করেন, 'আমি মনে করি দুই দলই ভালো খেলেছে। পার্থক্য একটাই, আমরা একটা ভুল করেছি।'

ডুরান্ড হবে ইম্ফলেও

প্রতিযোগিতা শুরুর দিন এখনও ঠিক না হলেও খেলা মহলে শোনা যাচ্ছে শতাব্দীপ্রাচীন ডুরান্ড কাপের। আগামী ১৯ জুলাই কলকাতায় নিয়ে আসা হবে। ঐতিহ্যবাহী "এই টুর্নামেন্টের ট্রফি। ইস্টবেঙ্গল তৈরি নয় বলেই সম্ভবত ১৬ অগাস্টের পরিবর্তে কয়েকদিন পিছিয়ে যেতে পারে ডুরান্ড কাপ। আয়োজকদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছাড়াও খেলা হবে গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধি স্টেডিয়াম এবং ইম্ফলের ঘুমান লাম্পাকে। এমনকি পরবর্তী সময়ে গোয়া ও জয়পুরেও কিছু খেলা করানোর ভাবনা রয়েছে সেনাবাহিনীর।

বিশ্বকাপে সোনা অর্জুনের

শুটিং বিশ্বকাপে সোনা জিতল ভারতের তরুণ শুটার অর্জুন বাবুতা। ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টে অর্জুন টোকিও অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী লুকাস কোজেনিয়েস্কিকে হারিয়েছেন। এর আগে আজারবাইজানে অনুষ্ঠিত ২০১৬ জুনিয়ার বিশ্বকাপেও সোনা জিতেছিলেন অর্জুন।

এএফসি কাপের আঞ্চলিক সেমিফাইনাল ৭ সেপ্টেম্বর

কলকাতা: প্রতিদ্বন্দ্বী এখনও ঠিক না হলেও খেলার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে। এ এফ সি কাপের আন্তঃ আঞ্চলিক সেমিফাইনালে এটিকে মোহনবাগানের ৭ সেপ্টেম্বর সল্ট লেক স্টেডিয়ামে খেলবে। আসিয়ান অঞ্চলের চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে খেলতে হবে মোহনবাগানকে।

ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং ভিয়েতনামের গ্রুপের চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে খেলতে হবে মোহনবাগানকে। গত বছর সেমিফাইনালে মোহনবাগান খেলেছিল উজবেকিস্তানের নাসাফ এফ সি-র সঙ্গে। সেই ম্যাচে মোহনবাগান ০-৬ গোলে হেরেছিল। সেই ম্যাচটি হয়েছিল উজবেকিস্থানে।

এবার অবশ্য মোহনবাগানের টিম গত বারের তুলনায় বেশ ভাল মনে করছেন ফ্যানরা। ডিফেন্সে দুই সেন্টার ব্যাক ব্রেন্ডন হামিল এবং ফ্লোরেন্তিন পোগবা আসায় ডিফেন্সের ওজন বেড়েছে। মোহনবাগানে এখন পাঁচ বিদেশি। ওই দুজন ছাড়া গত বারের তিনজন বিদেশিকে দলে রাখা হয়েছে। কার্ল ম্যাকহিউ, হুগো বুমো এবং জনি কাউকো এবারের দলে আছেন। তবে রয় কৃষ্ণ এবং ডেভিড উইলিয়ামস দল ছেড়ে গেছেন। তাঁদের বদলে একজন স্ট্রাইকারকে নেবে মোহনবাগান। সেটা অবশ্য এখনও ঠিক হয়নি। আশা করা যাচ্ছে এ এফ সি কাপের আগেই ষষ্ঠ বিদেশিকে সই করিয়ে ফেলবে মোহনবাগান।

এ এফ সি কাপের আগে জুয়ান ফেরান্দোর ছেলেরা বেশ কয়েকটা ম্যাচ খেলতে পারবে ডুরান্ড কাপে। ১৬ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে ডুরান্ড কাপ। এবার ডুরান্ড কাপে আই এস এল খেলা সব দলগুলিই খেলবে। সঙ্গে থাকবে আর্মির চারটি দল এবং আই লিগের পাঁচটি দল। তবে ডুরান্ড এবং এ এফ সি কাপের খেলার দিন কাছাকাছি পড়ে যাওয়ায় মোহনবাগানের পক্ষে মনে হয় কলকাতা প্রিমিয়ার লিগ খেলা সম্ভব হবে না। এখনও অফিসিয়াল ভাবে মোহনবাগান না খেলার কথা না জানালেও মোহনবাগানের পক্ষে লিগ খেলা সম্ভব নয় বলেই মনে করা হচ্ছে।

এয়ার রাইফেল মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনা মেহুলিদের

চ্যাংওন: শুটিং বিশ্বকাপে ভারতকে দ্বিতীয় সোনা জেতালেন মেহুলি ঘোষ-সাহু তুষার মানে। দক্ষিণ কোরিয়ার চ্যাংওন শহরে অনুষ্ঠিত ১০ মিটার এয়ার রাইফেল মিক্সড টিম ইভেন্টে এই সম্মান অর্জন করেছেন তাদের জুটি। হাঙ্গেরিয়ার এসজার মেসজারোজ-ইস্টভান পেন জুটিকে মেহুলিরা হারিয়েছেন ১৭-১৩ ব্যবধানে।

এই ইভেন্টেই তৃতীয় স্থানের প্লে-অফ ম্যাচে জিতে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন শিব নারওয়াল-পালক জুটি। এই ম্যাচে তাঁরা ১৬-০ ব্যবধানে কাজাখস্তানের ইলিনা লোকতিয়ানোভা-ভ্যালেরি রাখিমজানের বিরুদ্ধে জিতেছে।

সিনিয়ার পর্যায়ে প্রথম সোনা পেয়ে খুশি তুষার। যদিও মেহুলির

এটা দ্বিতীয় সোনা। ২০১৯ সালে কাঠমান্ডুতে সাউথ এশিয়ান গেমসে এই পর্যায়ে প্রথম সোনা জিতেছিলেন তিনি। দুটি সোনা ও একটি ব্রোঞ্জ জয়ের পর পদক তালিকায় ভারত উঠে এসেছে দ্বিতীয় স্থানে। শীর্ষে রয়েছে সার্বিয়া। এয়ার রাইফেলে পুরুষদের টিম ইভেন্টের ফাইনালে উঠেছেন সাহু মানে, অর্জুন বাবুটা ও পার্থ মাখিজা।

এই সাফল্যে আনন্দিত জাতীয় রাইফেল কোচ জয়দীপ কর্মকার। চ্যাংওন থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কলে তিনি বললেন, 'গুরুপূর্ণিমার দিন এর থেকে ভালো উপহার আমার কাছে কিছুই হতে পারে না। আমি অলিম্পিকে চতুর্থ হয়েছিলাম। এবার মেহুলির হাতে একটা অলিম্পিক পদক দেখতে চাই।" করোনার প্রাদুর্ভাবের পর কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিলেন বাংলার মেয়ে। সেখান থেকে এই প্রত্যাবর্তন সত্যিই মেহুলির আত্মবিশ্বাস কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবে। যে প্রসঙ্গে জয়দীপ বলেছেন, 'দুর্দান্ত বললেও কম বলা হবে। ভীষণ খুশি হয়েছি। মাঝখানে ও কিছুটা ছন্দ হারিয়েছিল। এবার আগের মেহুলিকে দেখতে পাবেন আপনারা।'

সৌরভকে বিশেষ সম্মান দিল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট

লন্ডন: তিনি বাঙালির গর্ব, মহারাজা বলে পরিচিত তিনি। এবার ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকেও তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের ২০ বছর পূর্তিতে সংবর্ধনা জানানো হল প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রায় ২০০ বছর ভারতে রাজত্ব করেছে ব্রিটিশরা। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির ঠিক আগে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনক এগিয়ে রয়েছেন সেই ব্রিটেনেরই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে। এর আগে অবশ্য ব্যাট হাতে ব্রিটিশদের শাসন করেছেন বাঙালির গৌরব, সৌরভ। এদিন তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হল ব্রিটেনের পার্লামেন্টে।

২০০২ সালের ১৩ জুলাই লর্ডসের মাঠে সৌরভের নেতৃত্বে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জিতেছিল 'মেন ইন ব্লু'। ৩২৫ রান তাড়া করতে নেমে ব্রিটিশদের পর্যদুস্ত করেছিল ভারত। মহম্মদ কাইফ ও জাহির খান জয়সূচক রান নেওয়ার পরেই লর্ডসের ব্যালকনিতে সৌরভের জার্সি খুলে ঘোরানোর সেই ছবি ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা মুহূর্ত হয়ে রয়েছে। ২০ বছর পরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সৌরভকে সংবর্ধনা জানানোর পর যেন নতুন করে ভারতীয় সমর্থকদের মনে ফিরে এল সেই মুহূর্ত।

প্রসঙ্গত, নিজের ৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে বেশ কয়েক দিন ধরে লন্ডনেই রয়েছেন সৌরভ। পরিবারের সঙ্গে জন্মদিন পালন করতে ব্রিটেনে উড়ে গিয়েছিলেন বিসিসিআই সভাপতি। সংবর্ধনা পাওয়ার পরে সৌরভ বলেন, ''এক জন বাঙালি হিসাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে সম্মান পেয়েছি তাতে আমি গর্বিত। ওরা ছ'মাস আগেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। প্রতি বছরই এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বার আমি পেলাম।''

সংবর্ধনা পাওয়া পর আরও বেশি করে ২০ বছর আগের লর্ডসের স্মৃতি ভর করেছে সৌরভের মনে। তাঁর কথায়, ''সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম। ২০ বছর হয়ে গেল। ইংল্যান্ডকে ইংল্যান্ডের মাটিতে হারানোর চেয়ে বেশি আনন্দের কিছু হয় না। এখনকার ভারতীয় দলও সেই কাজটাই করছে। টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে। এক দিনের সিরিজেও এগিয়ে রয়েছে।''

কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন ব্রাদার্স

শিলিগুড়ি: দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একদিনের ৮ দলীয় মহিলাদের কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হল ব্রাদার্স কাবাডি কোচিং ক্যাম্প। , ১০ জুলাই আশ্রমপাড়ার রামকৃষ্ণ সমিতি ময়দানে ফাইনালে ব্রাদার্স ৫৩-২০ পয়েন্টে নকশালবাড়ি কলেজকে হারিয়েছে।

প্রতিযোগিতার প্রথম সেমিফাইনালে স্পাইকার কাবাডি কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছিল ব্রাদার্স এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বান্ধব সংঘের বিরুদ্ধে জিতেছিল নকশালবাড়ি। ফাইনালের সেরা নকশালবাড়ির সোনালী সিং। প্রতিযোগিতার সেরা ব্রাদার্সের পিয়ালী বর্মন। যুগ্মভাবে প্রতিযোগিতার সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় সানরাইজ ক্লাবের মানসী বর্মন ও স্পাইকারের সীমা কুমারি সাহানি। ফেয়ার প্লে ট্রফি গিয়েছে বান্ধবের দখলে। পুরস্কার তুলে দেন সংস্থার কার্যনির্বাহী সভাপতি পরিতোষ চক্রবর্তী, সহসভাপতি পরিতোষ ভৌমিক, সচিব মিনতি সেন, কোষাধ্যক্ষ অমল আচার্য প্রমুখ।

কমনওয়েলথে ভারতীয় দলে নেই রিচা

শিলিগুড়ি: বিগত কিছু ম্যাচ ধরে ব্যাটে একেবারেই রান ছিল না রিচার। এবার কমনওয়েলথ গেমসের দল থেকে বাদ পড়ে গেলেন তিনি। তাঁকে দলে স্ট্যান্ড বাই হিসেবে রাখা হয়েছে। হরমনপ্রীত কাউরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলে জায়গা পেয়েছেন দুই উইকেটকিপার-তানিয়া ভাটিয়া ও ইয়াস্তিকা ভাটিয়া।

গ্রুপ 'এ'-তে ভারতের সঙ্গে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, বার্বাডোজ ও পাকিস্তানের সঙ্গে। পুরো দলঃ হরমনপ্রীত কাউর, স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, সাবিনেনি মেঘানা, তানিয়া ভাটিয়া, ইয়াস্তিকা ভাটিয়া, দীপ্তি শর্মা, রাজেশ্বরী গায়কোয়াড়, পূজা বস্ত্রকার, মেঘনা সিং, রেণুকা ঠাকুর, জেমিমা রডরিগেজ, রাধা যাদব, হার্লিন দেওল ও স্নেহ রানা। ভারত ২৯ জুলাই অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে।

ডায়মন্ড হারবার এফসিতে খেলবে হেমরাজ

আলিপুরদুয়ার: ডায়মন্ড হারবার এফসিতে খেলার সুযোগ পেলেন আলিপুরদুয়ার জেলার হেমরাজ ভুজেল। নতুন এই ক্লাবের হয়ে কলকাতা লিগের প্রথম ডিভিশনে খেলবেন তিনি।

কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়ার মহুয়া বাগান এলাকায় হেমরাজের বাড়ি। ছোটবেলা থেকেই ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা হেমরাজের। আগে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির হয়ে খেলতেন তিনি। এবার কলকাতা লিগের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে ডায়মন্ড হারবার এফসির হয়ে খেলবেন। হেমরাজ বলেন, 'অনুশীলন চলছে। আশা করছি, লিগে আমার সেরাটা দিতে পারব।' হেমরাজের কোচ বিমল মুখিয়া জানান, 'এটা আমাদের কাছে খুবই গর্বের।'

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের টি-টুয়েন্টি দলে নেই কোহলি, বুমরাহ

মুম্বাই: ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের টি-২০ স্কোয়াডে জায়গা হল না বিরাট কোহলির। ১৪ জুলাই বিসিসিআইয়ের তরফে ক্যারিবিয়ান সফরের জন্য ১৮ জনের যে টি-২০ স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে নাম নেই কোহলির।

আগে থেকেই জল্পনা ছিল বিরাটকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে, দলে নেই বুমরাও। তাই মনে করা হচ্ছে কোহলি ও বুমরাহকে বিশ্রাম দিয়েছেন জাতীয় নির্বাচকরা। দীর্ঘদিন পরে ফের ভারতের টি-২০ স্কোয়াডে ফিরে এলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। চোট সারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের টি-২০ সিরিজে ফিরছেন লোকেশ রাহুল ও কুলদীপ যাদব। অর্শদীপ সিং টি-২০ স্কোয়াডে জায়গা করে নিলেও বাদ পড়েছেন উমরান মালিক।

ভারতের টি-২০ দলে রয়েছেন: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), ঈশান কিষান, লোকেশ রাহুল, সূর্যকুমার যাদব, দীপক হুড়া, শ্রেয়স আইয়ার, দীনেশ কার্তিক, ঋষভ পন্থ, হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবি বিষ্ণোই, কুলদীপ যাদব, ভুবনেশ্বর কুমার, আবেশ খান, হর্ষল প্যাটেল ও অর্শদীপ সিং।

ইংল্যান্ড সিরিজ শেষ করে সেখান থেকেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ উড়ে যাবে ভারতীয় দল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের শুরুতে রয়েছে ওয়ান ডে সিরিজের। তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ শুরু ২২ জুলাই। তারপর রয়েছে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96